জীবন-সুহৃদ্

বা

হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর সঙ্কলিত।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট—বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১২৯৮।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

প্রাতঃস্মরণীয়া করুণারূপিণী পরহিত-পরায়ণা

শ্রীল শ্রীযুক্তা মহারাণী স্বর্ণময়ী

মহোদয়ার

পবিত্র কর-কমলে

"জীবন-সুহৃদ্"

কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ শ্রদ্ধা-সহকারে

উৎসর্গীকৃত হইল।

বিজ্ঞাপন।

মন্বাদিস্মৃতি, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, হিতোপদেশ এবং বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র হইতে হিন্দুর অবশ্য পালনীয় উপদেশগুলি সঙ্কলন করিয়া "জীবন-সুহৃদ্‌ বা হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ" প্রকাশিত করিলাম। আশা করি, সেই প্রাচীন পুণ্যময়-জীবন ভক্তিভাজন আর্য্য-শাস্ত্রকারগণের গভীর-গবেষণাপূর্ণ অমৃতময় উপদেশ গুলি জীবনে পালন করিয়া বাঙ্গালী মৃতদেহে নবজীবন লাভ করিবেন। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই হিতোপদেশ গুলি অধীত, প্রচারিত এবং প্রতিপালিত হউক ইহাই সঙ্কলয়িতার আন্তরিক প্রার্থনা।

এস্থলে উল্লেখ করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, মহাশয়, এই গ্রন্থ-সঙ্কলন সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিয়া উপকৃত করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি—

কলিকাতা,
২ রা ভাদ্র।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর।

সূচীপত্র।

জীবন-সুহৃদ্‌।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গৃহধর্ম্ম।

গৃহ মর্ত্তের নন্দন কানন; গৃহী সেই নন্দনজাত পারিজাত কুসুমের মধুপায়ী ভ্রমর। ভগবানের কি শুভ ইচ্ছা! তিনি মানুষকে মানুষ করিবার নিমিত্ত, পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনপরিবেষ্টিত এক মধুর সংসার করিয়া দিয়াছন। নহিলে মানুষ পাগল হইয়া যাইত; সংসার বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিত।

গৃহ প্রকৃতির উচ্চ বিদ্যালয়; জগজ্জননী এখানে জগতের মানুষকে মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিতেছেন। এই পুণ্য স্থানে বসিলে তেমন স্বার্থপর স্বার্থের তীব্র দংশন-জ্বালা হইতে মুক্তি লাভ করে; পাষাণনির্দ্দয় দয়ায় দ্রবীভূত হয়; নীচাশয়ের নীচতা ঘুচিয়া যায়। মানুষ এখানে বসিয়া মনুষ্যত্বের অঙ্গভূষণ স্বরূপ প্রেম, ভক্তি ও স্নেহবাৎসল্যাদি গুণান্বিত হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করে। এ পুণ্যাশ্রমে আসিলে অলসের অসার জড়তা, নাস্তিকের ভ্রান্তি, উন্মাদের ভীষণ উন্মত্ততা, ধর্ম্মবিদ্রোহীর আত্মদ্রোহিতা একবারে অপনীত হইয়া যায়। জনক জননীর অতুল স্নেহে কোন্ ভক্তি-হীন তাঁহাদের চরণতলে না পড়িয়া পারে? পত্নীর লাবণ্য-জ্যোতিতে, হৃদয়ের মধুরতায় কাহার না প্রেম শিক্ষা হয়? কোন্ নিষ্ঠুর স্বর্গের ফুল পুত্রকন্যার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে?

ভাই ভগিনী গুলির মধুর সম্বোধনে কোন্ পাষাণহৃদয় অমৃত রসে অভিষিক্ত না হয়? কোন্ অলস পরিজনের ভরণ পোষণ করিতে আপনার অসারতা পরিহার করিয়া একবার দণ্ডায়মান না হয়? মর্ত্তের এই মনোহর নন্দনের প্রতি একবার তাকাইলে, ইহার অপার সৌন্দর্য্যের অতুল মাধুরী একবার পর্য্যালোচনা করিলে প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে; ভক্তিরসে চিত্ত আপ্লুত হয়। এমন নাস্তিক, এমন ধর্ম্মদ্রোহী বা আত্মদ্রোহী কি জগতে আছে, যাহারা আপন গৃহপানে তাকাইয়াও ভগবানের অপার মহিমা বুঝিতে পারে না। আহা! জগতের মা জগৎকে কেমন ভালবাসিয়া শিক্ষা দিতেছেন। জননি, তুমিই ধন্য! তুমিই ধন্য!

—যেহেতু ভিক্ষু, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমই প্রতিদিন জ্ঞান ও অন্ন দ্বারা গৃহস্থ কর্ত্তৃক উপকৃত হয়েন, অতএব গৃহস্থ আশ্রমই সকল আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ।

পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে কর্ম্মাসক্তি হইতে মুক্ত হইতে পারে না। এবং কেবল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না, কারণ কর্ম্মানুষ্ঠান হইতেই কর্ম্মাসক্তি অপনীত হইয়া চিত্তশুদ্ধি জন্মে। এবং চিত্তশুদ্ধি হইলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে।

যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া বিষয় চিন্তা করেন সেই মূঢ়াত্মাকে লোকে মিথ্যাচারী বলিয়া ঘোষণা করে।

যিনি মনোদ্বারা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়কে সংযত রাখিয়া

হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই ফলাভিসন্ধি বর্জ্জিত হইয়া শ্রেষ্ঠপদ লাভ করেন।

ভগবান্‌কে লক্ষ্য না করিয়া অপর উদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জীব কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হয়। অতএব (হে কুন্তিনন্দন,) তুমি অনাসক্ত হইয়া ভগবৎ উদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান কর।

অতএব আসক্তিশূন্য হইয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। যিনি এইরূপ আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই পরম পুরুষ প্রাপ্ত হয়েন। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই প্রকৃতিগুণে সম্পাদিত হয়; দেহাভিমানী মূঢ়চেতা মনুষ্য আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। যিনি আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন না এবং কর্ম্মে অনুলিপ্ত নহেন, তিনি লোকদিগকে বিনাশ করিলেও লোকঘাতক নহেন; অর্থাৎ তিনি বিনাশ জন্য কষ্ট ভোগ করেন না।

অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল লাভের জন্য ব্যাকুল হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নিষ্কাম ধর্ম্মই ধর্ম্ম; নিষ্কাম ধর্ম্মই ব্রহ্মলাভের নিদানভূত কর্ম্ম। যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাঁহারাই মুক্তির সোপানে আরোহণ করিতে পারেন। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ভগবান্ নিরন্তর অনন্ত কোটি জীব জন্তুর আহার যোগাইতেছেন, অথচ আপনার জন্য কিছুই করিতেছেন না। ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার ঐশীক শক্তির মাহাত্ম্যে চলিতেছে; আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার অলৌকিক শিল্প-নৈপুণ্যের, অদ্ভুত দানশীলতার এবং অত্যাশ্চর্য্য মহিমার পরিচয় পাইতেছি; অথচ তিনি কর্ম্মাশক্তিহীন, কামনা-শূন্য নির্গুণ। এই আদর্শ সম্মুখে

রাখিয়া সংসারযুদ্ধে অগ্রসর হও; ভয়ের কারণ কিছুই নাই। সুখের প্রত্যাশা করিও না, দুঃখ দূরে পলায়ন করিবে। বাসনা পরিত্যাগ কর, শান্তি প্রিয় সখীর ন্যায় তাহার প্রাণতোষিণী বাক্যে তোমার চিত্তের কালানল নিরাকৃত করিবে। ধর্ম্মকে রক্ষা কর, ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করিবেন; সত্যকে পালন কর, জয়লক্ষ্মী তোমার অঙ্ক শোভা করিবে। সংসার বিপদ্‌সঙ্কুল, বড় ভয়ের স্থান; মানবের পদে পদে বিপদাপন্ন হইবার সম্ভাবনা। তাই বলি আত্ম-প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চল, বিপদ্‌ শীঘ্র আক্রমণ করিতে পারিবে না। সম্পদে ভগবানের অনুগত থাক, বিপদে তাহার শরণাপন্ন হও, বিপদ্‌ দূরে পলায়ন করিবে। তাঁহার মত বন্ধু নাই, তাঁহার মত সহায় নাই। তিনি যাহাকে রক্ষা করেন, তাহাকে মারিতে পারে কে? ভগবান্‌ যাহার সহায় তাহার ভয় কিসে? তিনি অগতির গতি, বিপন্নের বন্ধু।

হে সংসারজীব! সেই জন্মদাতা, ভয়ত্রাতা, অন্নদাতা পরম পিতার শরণাগত হইয়া তাঁহারই আদেশ জ্ঞানে অপরাজিত চিত্তে সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন কর; অনন্ত সুখে সুখী হইতে পারিবে। জন্মমৃত্যু জনিত মর্ম্মান্তিক কঠোর যাতনা আর পাইতে হইবে না।

অহিংসা, সত্যবাক্য, সর্ব্বভূতে অনুকম্পা, শম ও যথাসাধ্য দান, এই সকল গৃহস্থদিগের উত্তম ধর্ম্ম। ইহা, আর পরদারে অনাসক্তি, ধর্ম্মপত্নীর সংরক্ষণ, অদত্ত বস্তুতে অভিলাষহীনতা, মধু মাংস পরিত্যাগ এই পঞ্চবিধ ধর্ম্ম; এবং ইহার বহুশাখা প্রশাখা; ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাগণ যত্নসহকারে এই সমুদয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন।

গৃহস্থ স্বীয় পত্নীকে প্রতিপালন করিবে, পুত্রদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবে, এবং স্বজন ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিবে, এই সনাতন ধর্ম্ম।

গৃহী জনক জননীকে প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিবে।

মাতাপিতাকে মৃদু মধুর বাক্য কহিবে; সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে এবং আজ্ঞাবহ থাকিবে, সৎপুত্র কুলপাবন।

সকল গুরুর মধ্যে জননী পরম গুরু। মাতা পৃথিবী হইতেও গুরু; পিতা আকাশ হইতেও উচ্চ।

পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাই পরম তপস্যা; পিতার প্রীতি সম্পাদন করিলে সকল দেবতা প্রীত হয়েন।

আচার্য্যই বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরমাত্মার প্রতি মূর্ত্তি; পিতা হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতির মূর্ত্তি ও মাতা পৃথিবীর মূর্ত্তি এবং ভ্রাতা সাক্ষাৎ আপনার দ্বিতীয় মূর্ত্তি হয়েন। অতএব ইহাদিগের অবমাননা করা উচিত নহে।

আচার্য্য, পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি কর্ত্তৃক পীড়িত হইলেও কোন মনুষ্যই বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ জাতি ইহাদের অবমাননা করিবেন না।

জনক জননী অপত্য জননে যেরূপ ক্লেশ পান, পুত্র শত বৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না।

পিতা মাতা, পুত্র হইতে যশ, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম আশা করিয়া থাকেন; যে ব্যক্তি পিতা ও মাতার আশা পূর্ণ করে সেই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ।

মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, পত্নী, কন্যা, ভগিনী ও পুত্রবধূ এবং ভৃত্যবর্গের সহিত বিবাদ করিবে না।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য; ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় শরীরের ন্যায়; দাসবর্গ আপনার ছায়াস্বরূপ; আর দুহিতা অতি কৃপাপাত্রী; অতএব এ সকলের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইলেও অপরাজিত চিত্তে তাহা সহ্য করিবে।

জ্যেষ্ঠ হইতে কুল সমুজ্জ্বল হয়, আবার জ্যেষ্ঠ হইতেই কুল বিনষ্ট হইয়া যায়।

যিনি জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠকে বঞ্চনা করেন, তিনি জ্যেষ্ঠ পদবাচ্য ও জ্যেষ্ঠাংশের অধিকারী নহেন। রাজদ্বারে তাহার দণ্ড হওয়া উচিত।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাপাচারী দুরাত্মা হইলেও তাঁহাকে যথোপযুক্ত ভালবাসা ও সম্মান করা কনিষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্ত্রী কিম্বা কনিষ্ঠ সহোদর দুঃস্বভাবান্বিত হইলেও তাহাদিগকে শ্রেয় লাভের নিমিত্ত যত্ন ও চেষ্টা করা অতি আবশ্যক। ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা শ্রেয় সাধনাকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কনিষ্ঠ, পিতৃ-জ্ঞানে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা পালন ও তাহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রদর্শন করিবে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ কনিষ্ঠের গুরুপত্নীস্বরূপা; আর কনিষ্ঠের পত্নী জ্যেষ্ঠের পুত্রবধূস্বরূপা।

জ্যেষ্ঠ ভগ্নী, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার পত্নী এবং বাল্যকালে যাহার স্তন্যপান করা হইয়াছে, এই তিন জন মাতৃতুল্য।

জনক জননী কেবল দেহ উৎপত্তির কারণ হয়েন, আচার্য্য-শাসনে যে জ্ঞান ও সদাচারাদি শিক্ষা হয়, তাহা সত্য, অজর ও অমর।

যে ব্যক্তি অনাবিল চিত্তে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, গুরু ও আচার্য্য ইহাদের সেবা করেন, কায়মনোবাক্যে ইহাদের দ্বেষ না করেন তাহার পরলোকে উচ্চ স্থান লাভ হয়।

বংশ স্থায়িত্বের নিমিত্ত স্ত্রীগণ বহুকল্যাণ পাত্রী এবং আদরণীয়া; ইহাদের দ্বারা গৃহ উজ্জ্বল হয়; স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই।

সন্তানের উৎপাদন, সঞ্জাত সন্তানের লালন পালন ও দৈনিক সংসারযাত্রার কার্য্যাবলী স্ত্রী ব্যতীত সম্পন্ন হয় না।

যে কুলে বনিতা সকল বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজিত হয়েন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন; যে কুলে স্ত্রীদিগের অনাদর সে বংশের সকল সৎক্রিয়া নিষ্ফল হয়।

যে কুলে গৃহস্থের সপিণ্ড স্ত্রী, পত্নী, ভগিনী ও পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা ভূষণাচ্ছাদনাভাবে দুঃখ ভাগিনী হয়, তৎকুল আশু নির্দ্ধন হইয়া যায়। এবং দৈব ও রাজাদি দ্বারা পীড়িত হয়। আর যে কুলে স্ত্রীরা ভোজনাচ্ছাদনাদি প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকে, সে কুল সর্ব্বদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ভগিনী, পত্নী, পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা অপূজিত হইয়া যে কুলে শাপ প্রদান করে, সে কুল ধন ও পশ্বাদির সহিত অভিচার নাশের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

অতএব যাঁহারা সম্পত্তি কামনা করেন, তাঁহারা বিবিধ উৎসবাদি উপলক্ষে স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা অশন বসন ও ভূষণাদি দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিবেন।

যে কুলে স্বামী পত্নীতে ও পত্নী স্বামীতে সন্তুষ্ট থাকেন, সে কুলের নিশ্চয়ই সর্ব্বদা কল্যাণ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

অনিন্দিতা স্ত্রী বিবাহ করিলে অনিন্দ্য সন্তান হয়, নিন্দিত স্ত্রীতে নিন্দিত সন্তান জন্মে। অতএব নিন্দিত স্ত্রী বিবাহ করিবে না।

সর্ব্বাবয়বসম্পন্না ও সুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে। যে কন্যা অর্থ দ্বারা গৃহীত হয় সে শাস্ত্রসম্মত পত্নী নহে।

ভার্য্যা ক্রয় বিক্রয়ের বিষয় নহে। যাহারা দাসী ক্রয় বিক্রয় করে ইহাও সেই লুব্ধস্বভাব পামরদিগের কার্য্য; সকল বর্ণেরই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এই যে, স্বামী দুর্ব্বল হইলেও আপন স্ত্রীকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইবে। পত্নী সুরক্ষিত হইলে সন্তান, চরিত্র, কুল, আপনি ও আত্মধর্ম্ম রক্ষিত হয়।

ভার্য্যাপতি ধর্ম্মার্থ কাম বিষয়ে পরস্পরের মরণ পর্য্যন্ত একত্র থাকিবে, সংক্ষেপে তাহাদের এই ধর্ম্ম জানিবে।

স্ত্রীপুরুষ সর্ব্বদা এমত যত্ন করিবে যাহাতে ধর্ম্মার্থ কাম বিষয়ে পরস্পরের ব্যভিচার না হয়।

কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও গৃহস্থ মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র ও সহোদরগণকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি ভোজন করিবে না।

যে স্বোদরপরায়ণ ব্যক্তি বন্ধু সকলকে পরিত্যাগ করিয়া

আপনি একাকী ভোজন করে সে ইহলোকে নিন্দনীয় ও পর-লোকে নরকগামী হয়।

গৃহী এইরূপে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, জ্ঞাতি, মিত্র ও ভৃত্যদিগকে পালন করিবে ও তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবে। পরে একগ্রামবাসী, স্বধর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণকে, অতিথি ও উদাসীন লোক সকলকে গৃহস্থ ব্যক্তি পালন করিবে।

যদি শত অপকার্য্য করিতে হয় তাহাও বরং করিবে, তথাপি পরিজনদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনে ক্লেশ দিবে না। যাহারা ইহাদিগের ভরণপোষণে উদাসীন রহিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহাদিগের সমস্ত পুণ্যই পয়োমুখ বিষকুম্ভের সমান।

সাধুগণের গৃহে তৃণ, ভূমি, জল ও সত্য বাক্য এই চতুষ্টয়ের কোন কালেই অপ্রতুল থাকে না।

গৃহস্থ তৃষিতকে জল, ক্ষুধিতকে অন্ন, পীড়িতকে শয্যা এবং শ্রান্তকে আসন প্রদান কবিবেন।

অতিথিদিগকে ভোজন করাইয়া তদবশিষ্ট অন্ন যে ভোজন হয়, তদপেক্ষা পবিত্র ও উপাদেয় অন্ন আর নাই।

যে ব্যক্তি অপরিচিত, শ্রান্ত পথিককে অক্লিষ্ট হইয়া অন্নদান করেন তিনি মহৎ পুণ্য লাভ করেন।

শত্রুও যদি গৃহে আসিয়া আতিথ্যস্বীকার করে, তাহারও সৎকার করা শ্রেয়ঃ। বৃক্ষ তাহার ছেদন কর্ত্তাকেও সুশীতল ছায়া দানে কুণ্ঠিত হয় না।

সূর্য্য অস্তমিত হইলে গৃহী নিজ গৃহাগত অতিথিকে প্রত্যা-

খ্যান করিবে না; অতিথি কালে আসুন বা অকালেই আসুন, তিনি গৃহস্থ ভবনে অনশনে থাকিবেন না।

কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য অতিথিকে না দিয়া আপনি ভোজন করিবে না। অতিথি সেবা দ্বারা বিপুল অর্থ, যশ, আয়ু ও স্বর্গ লাভ হয়।

অতিথি, পোষ্যগণ, স্বজন ও ভৃত্য ইহাদিগের সহিত সমপো-চারে ভোজন করা পুরুষের প্রশংসনীয়।

গৃহী সর্ব্বদা সংযতচিত্ত ও সন্তোষপরায়ণ হইবেন। কারণ সন্তোষই সুখের মূল। অসন্তোষই দুঃখের পরিচায়ক।

গৃহাগত বৃদ্ধকে অভিবাদন করিবে; তাহাকে বসিবার জন্য আপন আসন প্রদান করিবে; তিনি গমন করিলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতক দূর গমন করিবে।

যে যুবা, বৃদ্ধ ব্যক্তি সমাগত হইলে সতত প্রণাম ও অভি-বাদন করে ও তাঁহার সেবা করে তাহার পরমায়ু, বিদ্যা, যশঃ ও বল পরিবর্দ্ধিত হয়।

প্রতিদিন অনলস হইয়া আপন আশ্রম বিহিত বেদোক্ত ও স্মার্ত্ত সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। যেহেতু সাধ্যানুসারে সেই সমুদয় কর্ম্ম করিলে আন্তরিক পবিত্রতা দ্বারা ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়; সুতরাং তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত হন।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে কাম-বশতঃ উপভোগের জন্য একান্ত আসক্ত হইবে না; বিষয় সকল অস্থির, স্বর্গ ও মোক্ষের অন্তরায় মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে।

আপনার যেমন বয়স, যেরূপ কর্ম্ম, যে পরিমাণে ধন, যে প্রকার শিক্ষা ও যাদৃশ কুলাচার তদনুরূপ বেশভূষা, বাক্য, বুদ্ধি করিয়া ইহলোকে বিচরণ করিবে।

সাধ্যানুযায়ী ভোজন, শয়ন, পানীয় ফল মূলাদি দ্বারা অর্চ্চিত না হইয়া যেন কোন অতিথি গৃহীর ভবনে বাস না করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই সাধ্যানুসারে অতিথিকে পূজা করিবে।

পত্নীর সহিত এক পাত্রে ভোজন করিবে না; পত্নীর ভোজন সময়ে বা হাঁচিবার সময়ে কিম্বা জৃম্ভণ (হাইতোলা) কালে অথবা যথাসুখে অসংযতরূপে বসিয়া থাকিলে তাহাকে দেখিবে না।

পত্নী যখন আপন নেত্রদ্বয়ে কজ্জল প্রদান করেন বা যখন তৈলাদি ম্রক্ষণ করেন, কিম্বা অনাবৃতশরীরা থাকেন, , যিনি আপনার তেজ ইচ্ছা করেন তিনি এই সকল সময়ে তাহাকে অবলোকন করিবে না।

এক বস্ত্র পরিধান করিয়া ভোজন করিবে না। * * * ফাল দ্বারা বিদারিত ভূমিতে, জলে, চিতাতে, পর্ব্বতে, ভগ্ন দেব-গৃহে এবং বল্মীক স্থানে কখন কোন মতেই মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে না।

ফুৎকার দিয়া আগুন জ্বালাইবে না। অগ্নিতে অপবিত্র দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে না। পাদদ্বয় সাক্ষাৎ অগ্নিতে উত্তাপিত করিবে না।

পালঙ্কাদি শয়ানাধারেব নীচদেশে অগ্নিপাত্র রাখিবে না; অগ্নি উলঙ্ঘন করিবে না এবং পাদদেশে অগ্নি রাখিবে না। যে কর্ম্মে প্রাণে আঘাত পাইতে হয়, এমন কোন কর্ম্ম করিবে না।

সন্ধ্যার সময় ভোজন করিবে না, গ্রামান্তরে গমন করিবে না, নিদ্রা যাইবে না, আর রেখাদি দ্বারা ভূমি খনন করিবে না।

জলে প্রস্রাব, বিষ্ঠা বা শ্লেষা পরিত্যাগ করিবে না, মলমূত্র-দূষিত বস্ত্রাদি ধৌত করিবে না, অথবা রক্ত বা কোন প্রকার বিষ নিক্ষেপ করিবে না।

যে বসত বাটীতে বংশ উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে একাকী শয়ন করিবে না। আপন হইতে অধিক বিদ্যা বা ধন-সম্পন্ন নিদ্রিত ব্যক্তিকে প্রবোধিত করিবে না। ঋতুমতী স্ত্রী-লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার করিবে না।

যে গ্রামে অধিক সংখ্যক অধার্ম্মিক লোক বসতি করে তথায় বাস করিবে না। যে গ্রামে অনেক লোক দুরপনেয় রোগে আক্রান্ত হয় তথায় বহুদিন বাস করিবে না। একাকী কখন পথ চলিবে না। বহুকাল পর্ব্বতে অবস্থিতি করিবে না।

যাহাতে দৃষ্ট অদৃষ্ট কোন ফল নাই এমত বৃথা চেষ্টা করিবে না। অঞ্জলি দ্বারা জল পান করিবে না। উরুর উপরে রাখিয়া কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না। প্রয়োজন না থাকিলে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না। কাংস্য পাত্রে কদাচ পাদপ্রক্ষালন করিবে না। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ভিন্ন ভগ্ন পাত্রে ভোজন করিবে না। যে পাত্রে আহার করিতে হইলে মন কুণ্ঠিত হয় তাহাতে ভোজন করিবে না।

চর্ম্মপাদুকা, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, অলঙ্কার, পুষ্পমালা ও কমণ্ডলু এ সকল অন্যের ব্যবহৃত হইলে ধারণ করিবে না।

প্রাতঃ সূর্য্যের তেজ, চিতাধূম, ছিন্ন আসন এ সমুদায় পরিত্যাগ করিবে। নখ ও লোম বর্দ্ধিত না হইলে ছেদন করিবে না। দন্ত দ্বারা নখ কাটিবে না।

মৃত্তিকা বা লোষ্ট্র অনর্থক মর্দ্দন করিবে না; নখ দ্বারা তৃণ ছেদন করিবে না; অনর্থক কোন মানসিক সংকল্প বা কার্য্য হইতে বিরত থাকিবে; যে ব্যক্তি লোষ্ট্র মর্দ্দন করে, তৃণ ছেদন করে, দন্ত দ্বারা নখ উৎপাটন করে, যাহার অন্তর্বাহ্য মলিন তাহার দেহ ধনাদির সহিত অনতিবিলম্বে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

সূর্য্য অস্তমিত হইলে তিল সংযুক্ত কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না; * * * উচ্ছিষ্ট মুখে কোথাও যাইবে না।

সিক্তপদে ভোজন করিবে; কিন্তু শয়ন করিবে না। আর্দ্র পদে ভোজন করিলে শত বৎসর পরমায়ু প্রাপ্ত হয়।

যিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কেশ, ভস্ম, অস্থি, মৃণ্ময় পাত্রের ভগ্নখণ্ড, কার্পাস তুলার বীজ ও তুষ এই সকল দ্রব্যের উপর আরোহণ করিবে না।

কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে ভদ্র ভদ্র (ভাল ভাল) এই সকল কথা উচ্চারণ করিবে কিম্বা ভদ্র পুণ্য প্রশস্ত ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ করিবে। কাহারও সহিত অনর্থক বিবাদ বা কলহ
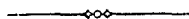
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দম্পতির কর্ত্তব্য।

ভার্য্যা স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ; ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতম সখা; ভার্য্যা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই বর্গ ত্রিতয়ের মূল এবং ভার্য্যা এই সংসার উত্তরণের নিদান।

সংসাররূপ কান্তার মধ্যে ভার্য্য পথিক ব্যক্তির আরাম স্থল; যাহার ভার্য্যা আছে, সে সকলের বিশ্বস্ত; এই নিমিত্ত ভার্য্যা মনুষ্যের পরমা গতি।

ভার্য্যার ন্যায় আর ঔষধ নাই; ভার্য্যা মনুষ্যের সকল দুঃখের ঔষধ স্বরূপ।

প্রেম, শ্রদ্ধা, মিষ্ট বাক্য এবং ধন ও বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বদা ভার্য্যাকে সন্তুষ্ট রাখিবে। তাহার অপ্রিয় ব্যবহার করিবে না।

সজ্জনেরা দিন দিন এই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন যে, ভর্ত্তা দুর্ব্বল হইলেও স্ত্রীকে রক্ষা করিবে।

অতি সূক্ষ্ম দুঃসঙ্গ হইতেও পুরুষ ভার্য্যাকে রক্ষা করিবে। যেহেতু রক্ষণে উপেক্ষা করিলে স্ত্রীর দুঃশীলতায় পিতৃ ও ভর্ত্তৃকুলের সন্তাপ জন্মাইয়া দেয়।

স্ত্রী রক্ষণরূপ ধর্ম্ম, সকল ধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্ট, ইহা ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণ অবগত হইয়া অন্ধ পঙ্গু প্রভৃতি দুর্ব্বল ভর্ত্তারাও স্বীয় স্বীয় স্ত্রীকে রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করিবে।

যে স্ত্রী দুঃশীলতায় আপনাকে আপনি রক্ষা না করে পুরুষেরা গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেও সে অরক্ষিতা হয়। তবে যে স্ত্রী আপনাকে আপনি রক্ষা করে সেই স্ত্রীই সুরক্ষিতা।

স্ত্রীদিগের বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হৃদয়ের আবেগ অত্যন্ত প্রবল ইহা অবগত হইয়া তাহাদিগের প্রতি সাতিশয় যত্নবান্ থাকিবে।

স্বামী ও ভার্য্যা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া যাহাতে কেহ কাহারও প্রতি ব্যভিচার না করে তাহারা সর্ব্বদা এরূপ যত্ন করিবে।

স্বামীর অজ্ঞাতসারে মাল্য, সুগন্ধ দ্রব্য প্রেরণ, পরিহাস আলিঙ্গন, অলঙ্কার স্পর্শ ও বস্ত্রধরা, এক শয্যায় শয়ন এবং একত্র ভোজন পরস্ত্রীর সহিত এ সকল ব্যবহার ব্যভিচার বলিয়া গণ্য।

নদ্যাদি পথে অথবা গ্রামের বাহিরে গুল্মলতাদি পরিবেষ্টিতে স্থানে কিম্বা নির্জ্জনে অনেক বৃক্ষসমাকীর্ণ স্থানে, নদীর সঙ্গম স্থলে পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ অবিধেয়।

দাম্পত্য ধর্ম্ম শ্রবণ পূর্ব্বক যে রমণী ধর্ম্মানুরাগিনী হয়েন; পতিকে দেবতুল্য সম্মান, সমাদর ও তাহার সেবাশুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা করেন; যে ভার্য্যা একাগ্রচিত্তে পতির বশীভূত এবং প্রফুল্ল চিত্তে সর্ব্বদা সদনুষ্ঠানে রত থাকেন তিনিই ধর্ম্মচারিণী।

যে পত্নী পতির প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং সদাচারসম্পন্না ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অতুল সুখ সম্ভোগ করেন।

সেই ভার্য্যা যে গৃহকর্ম্মে সুনিপুনা; সেই ভার্য্যা যে সন্তানবতী; সেই ভার্য্যা যাহার মন, বাক্য ও কর্ম্ম শুদ্ধ এবং যে পতির আজ্ঞাবহ হয়।

পত্নী পতির অনুগত হইবেন ছায়ার ন্যায়; হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন সখীর ন্যায়; এবং পতির আদিষ্ট কার্য্য সকল সম্পাদন করিবেন দাসীর ন্যায়।

পতি যদি স্ত্রীকে অপ্রীতিকর বাক্য বলেন ও রোষ-কষায়িত নয়নে দেখেন তথাপি যে স্ত্রী সন্তুষ্ট থাকেন সেই স্ত্রী ধর্ম্মভাগিনী।

পতিপরায়ণা সতী পতিকে ক্রূরচক্ষে দেখিবেন না, তাহাকে দুর্ব্বাক্য শুনাইবেন না এবং কদাচ মনে মনেও তাহার অপ্রিয় চিন্তা করিবেন না।

স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে রূঢ় বাক্য, বহু বাক্য, পতির অপ্রিয় বাক্য কদাচ জীহ্বাগ্রেও আনিবে না; কাহারও সহিত বিবাদ বিসংবাদ করিবে না; অনর্থ প্রলাপ বাক্য বলিবে না; অপরিমিত ব্যয়, ধর্ম্মার্থের বিরুদ্ধতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।

কুলকামিনীগণ প্রলোভনের ভয়ঙ্কর অবস্থায় পতিত হইয়াও আপনাকে রক্ষা করেন এই জন্য তাহাদের স্বর্গলাভ অবশ্যম্ভাবী।

প্রমাদ, উন্মত্ততা, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, বঞ্চনা, অভিমান, স্খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, মোহ, অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিকতা, সাহস, চৌর্য্য এবং দম্ভ সাধ্বী এই সকল বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেন।

স্ত্রী শৈশব কালে পিতার, যৌবনে পতির, এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রাদির অধীন থাকিবে। কদাচ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবে না।

পিতা, পতি, পুত্র ইহাদিগের হইতে স্ত্রী কখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে না; স্ত্রী ইহাদিগের হইতে বিযুক্ত হইলে ভর্তৃ ও পিতৃকুল নিন্দিত হয়।

বিবাহের পূর্ব্বে বালিকাবস্থায় স্ত্রীলোককে পিতা, যৌবনাবস্থায় পতি, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র রক্ষা করিবে। পতিপুত্রবিহীনা *স্ত্রীকেও সন্নিহিত পিত্রাদিরা রক্ষা করিবে; কোন অবস্থায়* স্ত্রীলোক স্বাধীন থাকিবে না। বস্তুতঃ স্বাধীনতা কুলকামিনীগণের জন্য নহে।

মাদক দ্রব্য সেবন, অসতের সহিত সংসর্গ, অকালে শয়ন, পরগৃহে বাস ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ এই সকল স্ত্রীলোকের দোষের কারণ।

স্ত্রীলোক বিস্তৃত বসন পরিধান করিবে, অনাবৃত শরীরে চলিবে না, কাহাকেও নাভিকূপ দেখাইবে না। পরপুরুষের সম্মুখ দিয়া যাইবে না, দ্রুতপদে গমন করিবে না।

স্ত্রী সপত্নীকে আত্মবৎ মনে করিবে, পরিজনবর্গের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী হইবে, পতি কর্তৃক অত্যাচরিত হইয়াও তাহার সেবায় নিরত থাকিবে, সৌভাগ্য উদয়ে গর্ব্বিত হইবে না।

স্ত্রী সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে, গৃহকর্ম্মে দক্ষ হইবে, গৃহ-সামগ্রী পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং ব্যয় বিষয়ে অমুক্তহস্ত হইবে।

যে স্ত্রী কাম, ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সুখের অধিকতর অভিলাষিণী না হইয়া কেবল পতিপূজায় জীবন সঙ্কল্প করে, সেই স্ত্রী ধর্ম্ম লাভ করে।

যে সমস্ত সুশীল সাধু ব্যক্তি পতির প্রণয়পাত্র, সর্ব্বদা তাহার অনুরক্ত, এবং তাহার মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত, স্ত্রী তাহাদিগকে যত্ন সহকারে ভোজন করাইবে। যে স্বামীকে দ্বেষ করে, যে স্বামীর বিপক্ষ, অহিতাচারী ও কুহকী স্ত্রী তাহাদের সহবাস সর্ব্বনাশের কারণ জানিয়া একবারে পরিত্যাগ করিবে।

স্বামী বিদেশগামী হইলে স্ত্রী পরগৃহে যাইবে না, পর-পুরুষের সহিত আলাপ ব্যবহার করিবে না, কোনও উৎসবা-দিতে অপরাজিত চিত্তে যোগদান করিবে না। বিলাস সামগ্রী পরিত্যাগ করিবে।

যে সাধ্বী পত্নী পতির সহিত স্বর্গ ইচ্ছা করেন, তিনি পতির জীবদ্দশায় বা তাহার মৃত্যুর পর তাহার কোনও অপ্রিয় আচরণ করিবেন না।

নগরবাসী হউক বা বনবাসীই হউক, পবিত্র হউক বা কল-ঙ্কিতই হউক, স্বামী যে স্ত্রীর প্রিয় তাহার উত্তম স্বর্গ লাভ হয়।

স্ত্রীলোকের পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাস নাই, যিনি স্বামীসেবা করেন তিনি স্বর্গে সমাদৃত হন।

পতি কানা হউক, অন্ধ হউক, সুন্দর হউক, কুৎসিৎ হউক পতিই স্ত্রীর দেবতা। সদাচারবিহীন * * * বা গুণহীন হইলেও সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বদা পতিকে দেবতুল্য সেবা করিবে।

স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ব্যতিরেকেও স্বামী তাহার উত্তম অল-ঙ্কার স্বরূপ।

যে স্ত্রী দেহ, মন ও বাক্য সংযত করিয়া এইরূপ নারীধর্ম্মে জীবন সমর্পণ করে তিনি জীবদ্দশায় শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া মৃত্যুর পর দেবলোকে গমন করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ত্রিতাপ।

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপ। স্বজনাদি বিরহজনিত যে মনঃপীড়া, তাহা আধ্যাত্মিক তাপ। দংশ-মশক-ব্যাঘ্র-সর্পাদিজাত যে দুঃখ তাহা আধিভৌতিক তাপ। দৈবজাত অর্থাৎ অতিবাতবজ্রপাতাদিজনিত বা গ্রহ-বৈগুণ্যসমুৎভূত যে দুঃখ তাহা আধিদৈবিক তাপ। ইহা মনুষ্যের অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য। তবে যিনি আত্মরক্ষা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তিনি কিয়ৎপরিমাণে ত্রিতাপের অগ্নিগহ্বর হইতে অব্যাহতি পাইলে পাইতে পারেন। কিন্তু দুর্ব্বলহৃদয়, একান্ত বিষয়াসক্ত লোকই জগতের যত দুঃখের ভাগী, তেমন বুঝি কেহই নহে। সংসারের বিপদ্ আপদ্ অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া তাহাদিগের অসংযত চিত্তকে এমনই ভাবে আক্রমণ করে যে, তখন মৃত্যুযন্ত্রণাও যেন সুখকর বলিয়া তাহাদের জ্ঞান হয়। ক্ষণ-কাল পূর্ব্বে তাহারা আনন্দ-সাগরে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ দেখিয়া জগৎসংসারকে সুখের শান্তিনিকেতন বলিয়া মনে করিয়াছিল, দেখিবে আবার এখনই অসার সংসার, অসার ধন মান, ধূলির কায়া, ধূলির সুখসৌভাগ্য বলিয়া মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেছে। ভগবৎভক্ত মহাপুরুষেরা এই সমুদয় দেখিয়া শুনিয়াই কহিয়া থাকেন, আহা! বিষয়ী লোক গুলি কি নির্ব্বোধ! উহাদের

চিত্তদৌর্ব্বল্য ও হৃদয়ের দরিদ্রতা দেখিলে বাস্তবিক ঘৃণা, লজ্জা, দয়া ও সহানুভূতিতে যুগপৎ আকৃষ্ট হইতে হয়। উহারা আগুনের বেড়া দিয়া ঘর ঢাকিয়া, নিজকে নিজে কি যেন একটা মনে করে; কালের বাতাসে দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠে আর সব পুড়িয়া ভস্মীভূত হয়; তখন উহাদের দুঃখের আর অবধি থাকে না। ভ্রমই এ দুঃখের মুখ্য কারণ। ফলতঃ মানুষ যদি ভ্রমে না পড়িয়া আগুনকে আগুন বলিয়া ব্যবহার করিত তাহা হইলে বুঝি জ্বলন্ত অনলে তাহাদের দগ্ধ হইতে হইত না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন;—হে অর্জ্জুন, যাহাদের জন্য শোক করিতে হয় না, তুমি তাহাদের জন্যও শোকে ব্যাকুলিত। কিন্তু তুমি পূর্ব্বে বিচক্ষণ পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিয়াছ। বাস্তবিক তুমি পণ্ডিত নও। দেখ, যাহাদের প্রাণবিনাশ হইয়াছে অথবা বর্ত্তমান আছে তাহাদের জন্য পণ্ডিতগণ কখনও শোক করেন না।

দেহাভিমানীর দেহে যেমন কৌমার, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা ঘটিয়া থাকে, তদ্রূপ জীব এক স্থূল শরীরের অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থূল শরীরকে আশ্রয় করে। কিন্তু সেই জীবের কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। অতএব জ্ঞানিগণ তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হয় না।

মনুষ্য যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও সেইরূপ স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করিয়া থাকে। অতএব কর্ম্মজনিত দেহের বিনাশ ও জন্ম অবশ্য হইয়া থাকে, তজ্জন্য শোকাকুল হওয়া উচিত নয়।

শস্ত্র সকল আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না; অগ্নি

তাহাকে দগ্ধ, জলে তাহাকে ক্লেদিত এবং বায়ু তাহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।

আত্মার কোন অবয়ব নাই; এই হেতু শস্ত্র সকল ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ভস্ম করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না। সেই নিত্য সর্ব্বব্যাপী এবং স্থিরস্বভাব, অনাদি আত্মা অব্যক্ত, অচিন্তনীয় ও বিকারশূন্য বলিয়া কীর্ত্তিত।

অতএব এই প্রকারে আত্মার বিনাশ নাই ও জন্ম নাই ইহা নিশ্চয় জানিয়া আত্মার প্রতি অনুশোচনা করিও না।

বস্তুতঃ জন্মগ্রহণ করিলেই মরিতে হইবে; জীব মৃত্যুর অধীন। এজন্য কাহারও শোক করা বিধেয় নহে। পাঠক বলিতে পারেন এরূপ হইলে সংসার স্নেহাদিশূন্য ও অসুখের কারণ হইবে। মোহে অভিভূত না হওয়াই কি অস্নেহ এবং দয়াহীনতার কার্য্য? আমরা মনের যে বৃত্তিকে স্নেহ বলি, ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মাগণ তাহাকে স্নেহের বিকার বলেন; আমরা যাহাকে ভালবাসা বা প্রেম বলি তাহারা হয়ত তাহাকে ভালবাসা বা প্রেমের বিকার বা মোহ বলিবেন। বস্তুতঃ যিনি সাধু মহান্ত, ভগবৎভক্ত এবং তত্ত্বজ্ঞানসমন্বিত তিনি সকলকেই ভাল বাসেন ও স্নেহ করেন কিন্তু কাহারও বিরহজনিত কষ্টে অভিভূত হয়েন না।

প্রকৃতি আমাদিগকে কত ভাল বাসেন, কত স্নেহ করেন, কিন্তু কাহারও জন্য শোক করেন না। বস্তুতঃ যাঁহারা বিষয়ী অথচ বিষয়াসক্ত নহেন, যাঁহারা সংসারী অথচ সন্ন্যাসী, অনিত্যতার মধ্যে ডুবিয়াও নিত্য বস্তুর জন্য লালায়িত তাঁহারা কিছুরই নিমিত্ত শোক করেন না। শান্তি তাঁহাদিগকে প্রিয়-

কারিণী দেবীর ন্যায় দয়ার সুকোমল হস্তে অমৃত দান করিয়া থাকেন।

আমরা সামান্য ধনসম্পদের অধিকারী হইয়া জগৎকে তৃণবৎ জ্ঞান করি; আর শোক-মোহ-বিরহিত, তত্ত্বজ্ঞানী ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া রাজর্ষি জনক বলিয়াছিলেন, "আহা! আমি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর অথচ আমার কিছুই নাই। এই মিথিলা নগরী ভস্মীভূত হইলে আমার কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না।"

আসক্তির বিষয়ীভূত বিষয় যতই ভোগ করিবে, বিষয়-তৃষ্ণা ততই বর্দ্ধিত হইবে। অতএব সন্তোষ অবলম্বন করিবে এবং প্রকৃত সুখসন্তোগের তৃপ্তিস্থান সংসারের অতীত জানিয়া বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিবে। কাল সহকারে সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, প্রিয় ঘটনার পর অপ্রিয় ঘটনা, অপ্রিয় ঘটনার পর প্রিয় ঘটনা মনুষ্যকে আক্রমণ করিতেছে। তখন সুখই হউক আর দুঃখই হউক, প্রিয় ঘটনাই হউক আর অপ্রিয় ঘটনাই হউক সর্ব্বদাই সাবধান থাকিবে যেন তাহাতে চিত্তের ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে। ভক্তি ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সুখ দুঃখ ও সম্পদ্ বিপদ্‌কে আয়ত্ত করিবে। সুখে ও আহ্লাদে মত্ত হইবে না, অসুখেও একান্ত ম্রিয়মাণ হইবে না। ধৈর্য্য ও আত্মসংযম দ্বারা শোকসন্তাপকে পরাজয় করিবে। যখন হৃদয়াশ্রিত কামনা সকল নির্ব্বাপিত হয় তখন মর্ত্ত্য অমৃত হয় এবং এখানেই ভগবানকে উপভোগ করে।

"এই শরীর বা জগতের যে কিছু বস্তু আছে, ইহার কিছুই আমার নহে। অথবা ইহা আমারও যেরূপ অন্যেরও তদ্রূপ।"

জ্ঞানিগণ জ্ঞান দ্বারা, এইরূপ আলোচনা করিয়া কিছুতেই মুগ্ধ হয়েন না। অজিতাত্মা অর্ব্বাচীন প্রতিদিন শত শত শোক ও ঈর্ষ্যাদি বিষয়ে মোহিত হয়। "মম" এই দুইটী অক্ষরই মৃত্যু; আর "ন মম" এই তিনটি অক্ষরই শাশ্বত ব্রহ্ম।

সুখ দুঃখের একটা অস্তিত্ব নাই। মানুষের মন যদি প্রকৃতপক্ষে মানুষের হয়, তাহা হইলে শোক দুঃখ, সুখ সম্পদ্ কদাচ মানুষকে পরাস্ত করিতে পারে না। সংসারে সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয় সম্পদের শীতল ছায়ায় উপবিষ্ট লোকের অন্তরের অন্তস্তল দুঃখের আগুনে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে; বিগলিত নয়নধারায় বুক ভাসিয়া যাইতেছে। আবার সংসারে যাহার মস্তক রাখিবার স্থান শুধুই তরুতল, তাহার হৃদয়ের মাঝে আনন্দ যেন স্বচ্ছসলিলা মন্দাকিনীর ন্যায় কুল্ কুল্ করিয়া সর্ব্বদা বহিতেছে। এই সমুদয় দেখিয়াই বোধ হয় সুখ দুঃখ একটা মনের ভাব।

পৃথিবীতে সমস্তই ভয়সঙ্কুল; ভোগে রোগভয়, কুলে চ্যুতিভয় ঐশ্বর্য্যে রাজভয়, মানে দৈন্যভয়, বলে রিপুভয়, শাস্ত্রে বাদীভয়, গুণে খলভয় এবং শরীরে কৃতান্তভয় আছে কেবল বৈরাগ্যে কোন ভয়ের কারণ নাই।

মহৎ ব্যক্তি সম্পদ্ কালে মত্ত এবং বিপদ্ কালে অধীর হয়েন না; তাঁহাদের সর্ব্বত্রই সমভাব। দেখ সূর্য্য উদিত হইবার সময় যেরূপ তাম্রাভাযুক্ত হয়েন, অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াও সেই ভাবই ধারণ করেন।

শোক স্থান সহস্র সহস্র, ভয় স্থান শত শত. উহারা প্রতি-

দিন মূঢ়দিগকেই আক্রমণ করে পণ্ডিতদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না।

মূঢ় ব্যক্তিরাই অসন্তোষপরায়ণ হয়, পণ্ডিতগণ সতত সন্তুষ্ট থাকেন; পিপাসার অন্ত নাই; সন্তোষই পরম সুখ।

যেমন জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ বিনাশ করিবে। চিত্ত প্রশমিত হইলে শারীরিক দুঃখও বিনাশ হইয়া যায়।
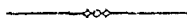
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আত্মজয়।

যিনি সুখে বিগতস্পৃহ, বিষয়াসক্তি ও ভয়ক্রোধরহিত এবং দুঃখেও যিনি উদ্বিগ্নচিত্ত হয়েন না, তিনিই অবিচলিতধীশক্তিসম্পন্ন সাধু বলিয়া কথিত হয়েন।

মনোমন্থনকারী ইন্দ্রিয়গণ সাধনাবস্থায় যত্নশীল জ্ঞানী পুরুষের মনকেও বলে অপহরণ করিতেছে।

বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ জন্মে; বিষয় সম্বন্ধ হইতে বিষয়াভিলাষ উৎপন্ন হয় এবং বিষয়াভিলাষ হইতে ক্রোধ জন্মিয়া থাকে। যেহেতু অভিলষিত বিষয়ের বিনাশকারী ব্যক্তির প্রতি মনের বিকৃত ভাবকেই ক্রোধ কহে।

ক্রোধ হইলে হিতাহিত বিবেচনা থাকে না, এবং শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ সম্বন্ধে বিস্মৃতি জন্মে, এইরূপ বিস্মৃতি হইতে বুদ্ধির চেতনা বিলুপ্ত হয়, তখন মনুষ্য জড় পদার্থ ভাব প্রাপ্ত হয়।

যে সংযমশীল পুরুষের ইন্দ্রিয়গণ আপনার বশীভূত এবং যিনি আসক্তি ও দ্বেষ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষয়-ভোগে নিয়োজিত তিনিই শান্তি লাভ করেন।

এইরূপ মন শান্তি লাভ করিলেই অবিলম্বে সর্ব্ব দুঃখের বিনাশ হয়; এবং বুদ্ধি স্থির ভাব প্রাপ্ত হয়।

অসংযতচিত্ত পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান ও ধ্যানশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। ধ্যানশক্তি ব্যতিরেকে শান্তি লাভ এবং শান্তি লাভ ব্যতিরেকে পরম পদ হইতে পারে না।

অনবধান নাবিকের নৌকা জলমধ্যে যেমন বায়ু কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ চালিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অসংযমী পুরুষের মন বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক যথেচ্ছ বিক্ষিপ্ত হইয়া ভাল মন্দ বিবেচনাশূন্য হয়।

অতএব * * * যাহার ইন্দ্রিয়গণ সংযমবলে সর্ব্বতোভাবে বিষয়াসক্তিবিরহিত তাহারই প্রজ্ঞা অর্থাৎ ভাল মন্দ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সাধারণ জীবনিচয়ের পক্ষে যাহা রাত্রি সংযমী পুরুষের পক্ষে তাহা চৈতন্য অবস্থা এবং সর্ব্ব সাধারণ জীবের পক্ষে যাহা চেতনাবস্থা ব্রহ্মতত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে সেই রাত্রি অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধ সাধারণ প্রাণিমণ্ডলীর পক্ষে ব্রহ্মতত্ত্ব তমসাচ্ছন্ন রাত্রির ন্যায় কিন্তু সংযমী পুরুষ তদ্বিষয়ে নিত্য চেতন; এবং যে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়

লইয়া সাধারণ প্রাণিগণ নিরন্তর মহোৎসাহে ব্যাপৃত রহিয়াছে, ব্রহ্মতত্ত্বদর্শী মুনিগণ তাহাতে একান্ত অসার জ্ঞানে একবারে উদাসীন।

জলপূরিত প্রশান্ত সমুদ্রে জলস্রোতঃ প্রবেশ করিয়া যেমন বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস উৎপাদন করিতে পারে না, সেইরূপ সর্ব্ববিধ বিষয়াভিলাষ যে তত্ত্বজ্ঞানীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াও কোন প্রকার মনোবিকার জন্মাইতে পারে না, তিনি শান্তি লাভ করেন; কিন্তু যিনি বিষয়লোলুপ তিনি শান্তির অধিকারী নহেন।

এই দেহপাতের পূর্ব্বেই যিনি কাম ও ক্রোধজনিত বেগ সম্বরণে সমর্থ তিনিই প্রকৃত যোগী এবং সুখী।

যিনি বিষয়ভোগে অনাসক্তচিত্ত হইয়া শান্তি স্বরূপ আধ্যাত্মিক সুখ উপভোগ করেন, তিনি ব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হইয়া অক্ষয় সুখের অধিকারী হয়েন।

সংসাররূপ সমুদ্র হইতে আত্মা দ্বারা আত্মার উদ্ধার করিবে।

আত্মাকে অধঃপাতিত করিবে না; আত্মাই আত্মার বন্ধু ও আত্মার শত্রু। যে আত্মা আত্মাকে বশীভূত করিয়াছে সেই তাহার বন্ধু; আর যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে পারে নাই, পরন্তু অপকারে প্রবৃত্ত সেই আত্মাই শত্রুরূপে পরিগণিত।

স্পৃহাশূন্য জিতাত্মপুরুষ শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমান উপস্থিত হইলে আত্মনিষ্ঠ হইয়া থাকেন, অর্থাৎ এতাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়েই পরমাত্মা হিতকারী হইয়া দাঁড়ায়।

বশীকৃত বুদ্ধি দ্বারা মনকে আত্মস্থ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিরতি অভ্যাস করিবে, অন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিবে না।

অস্থির ভাবাপন্ন মন যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মা বশীভূত করিবে।

সম্পদের হেতু ইন্দ্রিয় দমন, নরকের পথ অদমন। যিনি সুখ-শান্তির আশা করেন তিনি ইন্দ্রিয়সংযম করিবেন।

পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা এবং ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব স্বরূপ। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া বশতাপন্ন সদশ্ব যোজিত রথারূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরম সুখে সঞ্চরণ করেন।

ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন বিষয় প্রাপ্ত হইলেই তাহাদের ভোগেচ্ছা সমুৎভূত হয়।

বিষয় উপভোগ দ্বারা কদাচ কামনার শমতা হয় না; পরন্তু ঘৃতাহুতি বহ্নির ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

ইন্দ্রিয় সংযমন, রাগ দ্বেষাদির নাশ ও প্রাণিমাত্রের অহিংসা দ্বারা মনুষ্য মুক্তি লাভের যোগ্য পাত্র হয়।

অল্প ভোজন ও নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান দ্বারা একান্ত বিষয় আক্রান্ত ইন্দ্রিয় সকলকে ক্রমে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবে।

অন্তরিন্দ্রিয় মনকে লইয়া ইন্দ্রিয়ের একাদশ সংখ্যা পূর্ণ হয়। মন সংকল্পসহকারে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের প্রবর্ত্তক হয়। অতএব মনকে জয় করিতে পারিলেই দশ ইন্দ্রিয়কেই জয় করা যায় *।

ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে একান্ত আসক্তি হওয়াতেই জীবগণ

---

* চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা ও পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পদ, বাক্য এই দশ ইন্দ্রিয়।

কেবল দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দোষ প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। অতএব ইন্দ্রিয়-দিগকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই মনুষ্য অনায়াসে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ রূপ পরম পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইতে পারে।

যে ব্যক্তি সমুদয় বিষয় লাভ করে ও যে ব্যক্তি সমুদয় বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করে তন্মধ্যে বিষয়-বাসনা-বিহীন ব্যক্তিই প্রশংসনীয় হয়।

ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ বিষয়ে আসক্ত; বিষয়ের নশ্বরত্বাদি দোষ জ্ঞান দ্বারা তাহাদিগকে বিষয় হইতে যেমন নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, বিষয় সেবা না করিলে তেমন পারা যায় না। অতএব প্রথমোক্ত উপায় দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

সত্যধর্ম্ম, সদাচার ও সুচিন্ত বিষয়ে সতত অভিলাষ করিবে; শিষ্য, পত্নী, পুত্র ও ভৃত্য ইহাদিগকে ধর্ম্মানুসারে শাসন করিবে। সত্য কথন দ্বারা বাক্য সংযম, বাহুবলে কাহারও পীড়া না দিয়া বাহু সংযম, এবং যথালব্ধাহার দ্বারা উদর সংযম করিবে।

হস্তের চাঞ্চল্য (গ্রহণের অযোগ্য বস্তু গ্রহণ;) পদচাঞ্চল্য (নিষ্প্রয়োজন গমনাগমন,) নয়নচাঞ্চল্য (পরস্ত্রী প্রভৃতি লোভনীয় বস্তু লুব্ধ অন্তরে নিরীক্ষণ;) বাক্‌চাপল্য (অনর্থক নিন্দিত কথা কথন) এ সমুদয় পরিত্যাগ করিবে, সরলস্বভাব হইবে, কাহাকেও হিংসা করিবে না।

স্তুতিবাদ বা নিন্দাবাদ শ্রবণ, সুখ স্পর্শ বা দুঃখ স্পর্শ বস্তু স্পর্শ, সুরূপ বা কুরূপ দর্শন, সুস্বাদ বা বিস্বাদ বস্তু ভোজন, সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ ঘ্রাণ করিয়া যে মনুষ্যের হর্ষ বা বিষাদ না হয় তাহাকেই জিতেন্দ্রিয় কহা যায়।

সমুদয় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যাহার একটী ইন্দ্রিয়ও কোন বিষয়ে একান্ত আসক্ত হয়, তাহার আর সমুদয় ইন্দ্রিয় অনাসক্ত থাকিলেও তত্ত্বজ্ঞান নষ্ট হয়; যেমন কোন জলপূর্ণ চর্ম্মপাত্রে একটী ছিদ্র থাকিলেই তদ্দ্বারা সমুদয় জল বাহির হইয়া যায়।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে আয়ত্ত করিয়া মনের সংযম দ্বারা এবং দেহকে যাতনা না দিয়া কোন উপায় পূর্ব্বক সমুদায় পুরুষার্থ সাধন করিবে।

মূঢ়াত্মা ব্যক্তির মন যখন ইন্দ্রিয় বিষয়ীভূত কাম্যবস্তু ভোগে ধাবিত হয় তৎকালে তাহার ঔৎসুক্য ও প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়। তার পর পতঙ্গ যেমন আলোক দেখিয়া অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয়, তদ্রূপ ঐ মূঢ়াত্মা সঙ্কল্পবীজভূত কামনা দ্বারা বিষয়-শরে বিদ্ধ হইয়া লোভাগ্নিতে পতিত হয়। অনন্তর যথেচ্ছ আহার বিহারে মুগ্ধচিত্ত হইয়া ভোগ সুখে এমনই নিমগ্ন হইয়া থাকে যে, আপনার অবস্থা বুঝিতেও সমর্থ হয় না।

যেমন দুষ্ট অশ্ব সারথিকে কুপথে লইয়া যায়, তদ্রূপ উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয় সকল ভ্রমসঙ্কুলমন মনুষ্যকে কুপথগামী করে।

অজিতইন্দ্রিয় লোক শিশুর ন্যায় অকার্য্যকে কার্য্য, এবং কার্য্যকে অকার্য্য জ্ঞান করে এবং অত্যন্ত দুঃখকেও সুখ জ্ঞান করে।

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়, সে শ্রী, প্রাণ, ধন, দার হইতে অনতিবিলম্বে পরিচ্যুত হয়।

যিনি সম্পদের অধীশ্বর ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর নহেন. তাঁহাকে অবিলম্বে ভিখারী হইতে হয়

কুপিত বায়ু যেমন নৌকা জলমগ্ন করে, যথেচ্ছাচারী উচ্ছৃ-ঙ্খল মনও তদ্রূপ মানুষের বুদ্ধি নষ্ট করে।

ক্রোধ হইতে মোহ উৎপন্ন হয়; মোহ হইতে স্মৃতি বিভ্রম জন্মায়; স্মৃতি নষ্ট হইলে বুদ্ধি নাশ হয়; বুদ্ধি নাশ হইলে মনুষ্য বিনষ্ট হয়।

রাগ ও দ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয়বিষয় উপভোগ পূর্ব্বক আত্মবশীভূত আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে।

দম দ্বারা তেজঃ বর্দ্ধিত হয়, দম পবিত্র ও উত্তম; তেজো-বান্‌ ও পবিত্রচিত্ত হইলে মনুষ্য মহৎ পদ প্রাপ্ত হয়।

লোভ দ্বারা প্রজ্ঞা নষ্ট হয়; প্রজ্ঞা ধ্বংস হইলে লজ্জা হত হয়; লজ্জা হত হইলে ধর্ম্ম লোপ পায়; ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে মঙ্গল নষ্ট হয়; মঙ্গল বিনাশ হইলেই মনুষ্যের বিনাশ হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উদ্যম ও অধ্যবসায়।

উদ্যমশীল পুরুষের নিকট লক্ষ্মী আগমন করেন। কাপুরু-ষেরাই দৈবে দিবে বলিয়া থাকে। দৈবকে উপেক্ষা করিয়া আপ-নার সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবে; যদি তাহাতে ফল লাভ না হয়, তাহাতে দোষ হইতে পারে না।

চেষ্টা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়; ইচ্ছা করিলে হয় না। নিদ্রিত সিংহের মুখে মৃগ প্রবেশ করে না।

চেষ্টা ব্যতিরেকে মনোরথ পূর্ণ হয় না; যাহা হইবার তাহা হইবে অলসেরাই এইরূপ জল্পনা করিয়া থাকে।

নিয়তই উদ্যত থাকিবে; কোনরূপে অনুদ্যম হইবে না; উদ্যমই পৌরুষ; বরঞ্চ অপর্ব্ব স্থলে ভগ্ন হইবে তথাচ কোন কালে নত হইবে না।

মন্দ লোক বিঘ্ন ভয়ে কোন কার্য্যই আরম্ভ করে না; মধ্যম লোক কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া বিঘ্ন উপস্থিত হইলেই তাহা পরিত্যাগ করে; কিন্তু উত্তম লোক শত সহস্র বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও তাহা অতিক্রম কবিযা স্বকার্য্য সাধন করেন।

স্বকীয় সাধ্যানুসারে কর্ম্ম করিলে যদি তাহার কার্য্যসিদ্ধি না হয তাহা হইলে সে বিষয়ে কর্ত্তা নিন্দনীয় হয়েন না। কারণ চেষ্টা দৈবেরই অধীন।

চেষ্টা বশতঃ ভোজন কালে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেও হস্তের কার্য্য ভিন্ন কোন প্রকারেই তাহা মুখে প্রবেশ করিতে পারে না।

এক হাতে যেমন তালি হয় না, সেইরূপ চেষ্টা ব্যতিরেকে কর্ম্মে ফলোৎপত্তি হয় না।

কর্ম্ম করিযা পুনঃ পুনঃ বিফলমনোরথ হইলেও কর্ম্ম করিবে। যে ব্যক্তি নিত্য কর্ম্মশীল লক্ষ্মী তাহাকে সেবা করে।

প্রথমে সম্পত্তির জন্য উদ্‌যুক্ত হইয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পাবিলেই 'আমি দুর্ভাগ্য আমার দ্বারা কিছুই হইবে

না' এই বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিবে না। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আপনার শ্রীবৃদ্ধি করিবে। উহা অপ্রাপ্য মনে করিবে না।

যাহা কর্ত্তব্য বুলিয়াছি তাহা সযত্নে করিয়াছি, যদি তাহাতে ফল না হইল আমার দোষ নাই। জ্ঞানবান্ পুরুষ এইরূপ মনে করিয়া আত্মনিন্দা করিবে না।

শক্তিহীন বলিয়া পুরুষ কদাচ আপনার অবমাননা করিবে না। আত্ম অবমাননাকারী উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হয়।

জীবনই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তির প্রধান কারণ স্বরূপ। অতএব যে জীবন বৃথা নষ্ট করে সে লোকের কিই বা নষ্ট না করে? আর যে ঐরূপ মূল্যবান্ প্রাণরক্ষা করে সে লোকের কিইবা রক্ষা না করে? অর্থাৎ প্রাণরক্ষা করিলে সবই রক্ষা করা হয় যেহেতু প্রাণ বাঁচিয়া থাকিলে সবই চেষ্টা দ্বারা লাভ করা যায়।

কর্ম্ম করিলে নিশ্চয়ই তার ফল ভোগ করিতে পারা যায়; অবসন্নচিত্ত ব্যক্তির কিছুই হয় না।

যিনি আপনার সাধ্যানুসারে কার্য্য সাধনের ইচ্ছা ও নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, কোন বিষয়ে অবহেলা প্রদর্শন করেন না তিনিই পণ্ডিত।

আলস্যই দুঃখের মুখ্য কারণ। দক্ষতা হইতেই সুখোৎপাদিত হয়। শুভ ও বিদ্যা দক্ষ ব্যক্তিকেই আশ্রয় করে।

সর্ব্বদা আলস্য পরায়ণ ব্যক্তিকে অলক্ষ্মী অর্থাৎ দুঃখ দরিদ্রতা আক্রমণ করে, অনলস, কর্ম্মঠ ব্যক্তি আপনার পারিশ্রমিক স্বরূপ কৃতনিশ্চয় ফল লাভ করিয়া সুখ সম্পদ্ ভোগ করেন।

উত্থিত হইবে, জাগরূক থাকিবে; কার্য্য সফল হইবেই হইবে, এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিয়া অপ্রতিহতচিত্তে শুভজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে।

আপনার হিতকর অপরাহ্নের কার্য্য পূর্ব্বাহ্নে সমাধা করিবে। কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়াছে কি না মৃত্যু তাহার প্রতীক্ষা করে না।

কর্ম্ম সফল হউক্ বা না হউক্ কর্ম্ম করিতে অবহেলা করিবে না। কারণ সমুদয় সমবায়ে অবশ্য কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

যিনি পূর্ব্বে সঙ্কল্প স্থির করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, কার্য্য সমাধা না করিয়া বিরত হয়েন না, ক্ষণকালও যাহার অপ-ব্যয় হয় না তিনিই পণ্ডিত।

আলস্য, মত্ততা, মোহ, চাপল্য, বহুজনের সহিত বাস, ঔদ্ধত্য, অভিলাষ ও লোভ বিদ্যার্থী পরিত্যাগ করিবেন।

ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ভয়াতুরের ন্যায় প্রতীকারে যত্ন পাইবে। কিন্তু ভয় উপস্থিত হইলে নির্ভয়চিত্ত হইয়া তাহার অপনোদন করিবে।

শীত বা গ্রীষ্ম, ভয় বা আসক্তি এবং সম্পদ্ বা বিপদ্ যাহার কর্ম্মের বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না তিনিই বীর।

কল্যাণকর যে সকল কর্ম্ম তাহার অনুষ্ঠান করিবে, কদাচ অকল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না।
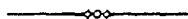
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সাধুতা।

সাধুতাই স্বর্গের সোপান, সাধুতাই সুখের নিদান। সাধুতা-হীন মনুষ্য জীবন্মৃত।

অসাধু জগতের শত্রু। অসাধুর বিপদ্ পদে পদে। দুর্জ্জন সকলের আন্তরিক ঘৃণার পাত্র।

শরীর ও সাধুতার মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ; শরীর ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু সাধুতা কল্লান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী।

যদি তোমার চরিত্রের সৌরভে দশদিগের দুর্গন্ধ দূরীকৃত না হয়, তবে তুমি কেমনে মানুষ বলিয়া পরিচয় দেও?

যাহাদের চরিত্র বাস্তব পঁচা পুকুরের মত বজ্ বজ্ করে, আহা! তাহাদের জীবন কি ন্যক্কারজনক!

শীলতাই পুরুষের প্রধান গুণ; যাহার উহা নষ্ট হইয়াছে, তাহার জীবন, ধন বা বন্ধুত্বে কিছুমাত্র লাভ নাই।

অসাধুগণ মেঘের চঞ্চলতার ন্যায় সহসা ক্রোধান্বিত ও বিনা হেতুতে প্রসন্ন হইয়া থাকে।

সাধু সৎ ও অসৎ উভয় লোকেরই গতি। অসাধু সাধু লোকের গতি হইতে পারে না।

সৎ সঙ্গ হইতে খল ব্যক্তিদিগের সাধুতা জন্মে, কিন্তু সাধুগণ কখনও কুসংসর্গে খলতা প্রাপ্ত হয়েন না। যেমন মৃত্তিকাই

পুষ্পের সৌরভে সুরভিত হয়, কিন্তু পুষ্প কদাচ মৃত্তিকার দুর্গন্ধে কলুষিত হয় না।

সত্য কহিবে প্রিয় কহিবে; অপ্রিয় সত্য কহিবে না, এবং প্রিয় মিথ্যাও কহিবে না।

সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও আর কিছু নাই; এবং মিথ্যা অপেক্ষা ঘোর অনিষ্টকর পদার্থ জগতে লক্ষিত হয় না।

এ ব্যক্তি আত্মীয়, এ ব্যক্তি পর, লঘুচেতা ও নীচাশয় ব্যক্তি-গণ এইরূপ ভাবিয়া থাকে। কিন্তু, মহাত্মাদিগের পৃথিবী শুদ্ধই আত্মীয়।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরের নিমিত্ত ধন প্রাণ উৎসর্গ করিবেন; ধন প্রাণ এক দিন অবশ্যই বিনাশ হইবে; অতএব সাধুকার্য্যে সে সমুদয় দান করাই বিধেয়।

কুপিত হইলেও সাধুর মন বিকৃত হয় না—যেমন তৃণ-তুল্য উল্কাতে সমুদ্রের জল উত্তপ্ত হয় না।

প্রিয় বাক্য সহিত দান, গর্ব্বশূন্য জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য, দান-নিযুক্ত ধন মনুষ্য লোকে এই চতুষ্টয় দুর্ল্লভ। দান দ্বারা কদর্য্য-তাকে, সত্য দ্বারা মিথ্যাবাদীকে, ক্ষমা দ্বারা ক্রূর-কর্ম্ম-নিয়োজিত ব্যক্তিকে এবং সাধুতা দ্বারা অসাধুকে জয় করিবে।

ইহা করির এরূপ প্রতিজ্ঞা দ্বারা কাহাকেও আশ্বাস দিয়া, যে সেই কর্ম্ম সম্পাদন না করে, সেই অসত্যবাদীর ইষ্টাপূর্ত্ত নষ্ট হয়।

আপনা হইতে কাহারও ইচ্ছা হয় না, দুষ্ট বুদ্ধিও হয় না; স্বকীয় কার্য্যই মনুষ্যকে মহত্ত্বে বা ক্ষুদ্রত্বে উৎক্রমণ করে।

দুরাত্মাদিগের মন, মুখ ও কার্য্য এক নয়; মহাত্মাদিগের এরূপ নহে, তাঁহাদের মন-মুখ-কার্য্য ঠিক একরূপ।

কূপ খননকারী যেরূপ ক্রমে ক্রমে নিম্নে গমন করে এবং প্রাচীর নির্ম্মাণকারক ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তদ্রূপ মনুষ্য আপনার কার্য্য দ্বারাই অধোগামী ও ঊর্দ্ধগামী হয়।

যেমন শিলা শৈলোপরে বহু যত্নে সংস্থাপিত হয় এবং ক্ষণ মধ্যেই পতিত হয়, সেইরূপ মনুষ্যের চরিত্র অনেক আয়াসে উন্নত হয়, আবার সামান্য কারণেই নীচত্ব প্রাপ্ত হয়।

কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলেও কাহারও মর্ম্মপীড়ক কোন দোষোল্লেখ করিবেন না; যাহাতে পরের অনিষ্ট হয়, এমন কর্ম্ম বা চিন্তা করিবেন না। অথবা যে কথা বলিলে অন্য ব্যক্তি মনে ব্যথা পায়, এমন মর্ম্মপীড়াকর স্বর্গলাভের বিরোধী কোন কথা কহিবে না।

ইহলোকে কোন ব্যক্তি অপমান করিলে যিনি খেদ না করেন, তিনি সুখে নিদ্রা যান, সুখে প্রতিবুদ্ধ হয়েন এবং সুখে কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিচরণ করিয়া বেড়ান, কিন্তু অপমানকর্ত্তা সেই পাপে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

পরের অপমানজনক উক্তি সহ্য করিবে; কাহারও অব-মাননা দ্বারা পরাভব করিবে না। এই মানব দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না।

কেহ তোমার প্রতি ক্রোধ করিলে তাহার প্রতি ক্রোধ না করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিবে। কেহ নিন্দা করিলে তাহার নিন্দা না করিয়া প্রশংসা করিবে।

কেহ কর্কশ বাক্য কহিলে স্বয়ং বা অন্য দ্বারা তাহার উত্তরে কর্কশ ব্যবহার করিবে না; কেহ আঘাত করিলে আঘাত করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইবে না। যিনি আপনার হিংসাকারী পাপাত্মার প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ না করেন, দেবতারা তাহার আগমন প্রতীক্ষা করেন।

হীন লোকেরা কটূক্তি করে বা নাই করে, জ্ঞানবান্ সৎ পুরুষেরা তাহা লইয়া আন্দোলন করে না।

প্রাণী সকলের যাহাতে ভয়ের কারণ নাই; এবং প্রাণীগণ হইতে যাহার ভয় হয় না তিনি যথার্থ প্রাজ্ঞ ও মনুষ্যকুলে উত্তম।

বিসম্বাদরহিত, কার্য্যদক্ষ, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও সরলমতি ব্যক্তি নির্ধন হইলেও সর্ব্বত্র বন্ধু-পরিবার পাইয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি কাম-ক্রোধে অভিভূত হইয়া স্বজন বা পরজনের প্রতি মিথ্যাচরণ করে কেহ তাহার সহায় না।

সেই পুরুষ যাহার উপকার করিলে, সে উপকার বিনাশ না হয়। কেহ যে পরিমাণে উপকার করে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাহার প্রত্যুপকার করা উচিত।

কৃতঘ্নের যশঃ, স্থান বা সুখ কোথায়? কৃতঘ্ন ব্যক্তি সকলের ঘৃণার পাত্র; তাহার নিষ্কৃতি নাই।

যে ব্যক্তি ভক্ত, যে সেবা করে, আর যে আমি তোমার এই বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, এই তিন প্রকার শরণাগত ব্যক্তিকে বিষম সঙ্কটেও পরিত্যাগ করিবে না।

কেহ প্রতিকূলাচরণ করিলেও উত্তম পুরুষেরা গ্রাহ্য করেন না, সেই ব্যক্তির সুকৃতিই স্মরণ করেন।

বশীভূত ও হস্তগত শত্রুকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াও যিনি তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করেন তিনিই পুরুষ।

স্বকীয় যশঃ ও পৌরুষ, পরহিতের জন্য যাহা করা হয়, আর যাহা গোপন রাখা বিধি ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি তাহা প্রকাশ করিবেন না।

হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ, মূর্খ, নিন্দিত, শ্রীহীন, দরিদ্র ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে পরিহাস করিবে না।

যে রুক্ষ ও পুরুষ বাক্য দ্বারা অপরের মর্ম্মভেদ করে, সেই বিদ্যা ও লক্ষ্মীহীন জনের মুখে সকল লোকের অমঙ্গল ও মৃত্যু নিরন্তর বাস করে।

কর্কশ বাক্য মনুষ্যের মর্ম্ম, অস্থি, হৃদয় ও প্রাণ পর্য্যন্ত দহন করিতে থাকে। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অকল্যাণ, উগ্র ও কর্কশ বাক্য একবারে পরিত্যাগ করিবেন।

কুঠার দ্বারা বন হত হইলে পুনরপি অঙ্কুরিত হয়; কিন্তু, দুর্ব্বাক্য দ্বারা অন্যকে বিদ্ধ করিলে তাহার ক্ষত আরোগ্য হয় না।

পরের রূপ, বিত্ত, বীরত্ব, বংশ, সুখসৌভাগ্য ও সংসারে যে ঈর্ষ্যা করে তাহার ব্যাধি অনন্ত।

যাঁহারা পরের সম্পত্তি দেখিয়া সন্তপ্ত হয়েন না, পরন্তু মৎসর-শূন্য ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া অভিনন্দন করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হয়েন।

অন্য লোক বিদ্যা ও ধনসম্পন্ন, আমি উহা হইতে বঞ্চিত এরূপ আলোচনা করিয়া কাহারও প্রতি বিদ্বেষাচরণ করিবে না; বরং সহৃদয় ব্যঁবহার করিবে; যেহেতু দ্বেষের ফল কেবল অনিষ্টই হয়।

যে সকল কার্য্য মিথ্যাদোষযুক্ত, যাহা অসদুপায় দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহাতে মন দিবে না।

যাঁহারা বিজনে পর ধন দেখিয়াও আত্মজয়ে সমর্থ তাঁহারা স্বর্গগামী হয়েন।

যাঁহারা নিজগৃহে বা গ্রামে বা কোনও বিজন স্থানে পর দ্রব্য দর্শন করিয়া উহা গ্রহণ করিয়া প্রমোদিত না হয়েন, তাঁহারা স্বর্গে গমন করেন।

যাঁহাদের নিকট শত্রুমিত্রে কিছুই প্রভেদ নাই এবং তাহাদের সহিত মৈত্র ব্যবহার করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হয়েন।

যাহারা শ্রদ্ধান্বিত, দয়াশীল, পবিত্র, সাধুজনের প্রিয় ও ধর্ম্মাধর্ম্মবিদ্ তাঁহারা স্বর্গে গমন করেন।

সুরাপান, কলহ, বহুজনের সহিত শত্রুতা, স্বামী ও স্ত্রীর বিচ্ছেদ, স্ত্রীপুরুষের বিবাদ, জ্ঞাতিভেদ ও রাজার দ্বেষাস্পদ বিষয় ও দোষাশ্রিত পথ এই সমস্ত বর্জ্জনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বহুগুণশালী বিনয়াবনত ব্যক্তি প্রাণীদিগের অতি অল্পমাত্র ক্লেশও উপেক্ষা করিতে পারেন না।

খল ব্যক্তি অশেষগুণসম্পন্ন মহতের দোষ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়; যেমন নানাপ্রকার সুগন্ধি-পুষ্পাদি-ভূষিত বনে শূকরগণ কেবল পূরীষ অনুসন্ধান করিয়াই থাকে।

বিকারের হেতু সম্মুখে থাকিতেও যিনি বিকৃত নহেন তিনিই ধীর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিজ্ঞতা ও দানশীলতা।

বিপদ্‌কালেও যে ভাল মন্দ জ্ঞান, তাহাই পাণ্ডিত্য; ভাল মন্দ বিবেচনাশূন্য ব্যক্তির পদে পদে বিপদ্।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি অগ্রে এক পদ নিক্ষেপ করিবে, এক পদ স্থির রাখিবে; অপরস্থান না দেখিয়া পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিবে না।

ধনক্ষয়, অমাত্যবর্গাদির কোপ ও মিত্রের ব্যসনাদি এই সকল আপদ্ এক কালীন উপস্থিত হইলেও তাহাতে মোহযুক্ত হইবে না। তাহার প্রতীকারে সামাদি প্রয়োগ করিবে সামাদির এক এক প্রয়োগে শমতা না হইলে সমুদয় প্রয়োগ করিবে।

মস্তকের কেশ পক্ক হইলেই যে বৃদ্ধ হয় এমন নহে; যুবা হইয়াও যদি বিদ্বান্ হয় তাহাকেই দেবতারা বৃদ্ধ কহেন।

যাবদীয় কর্ম্মেরই একটা শুভাশুভ আছে, অগ্রে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবে; সম্যক্‌রূপে অবধারণ করিয়াই কার্য্য করিবে অস্থির হইয়া কিছুই করিবে না।

কর্ম্মের শুভাশুভ ও পরিমাণ এবং নিজ উদ্যম বিচার পূর্ব্বক দর্শন করিয়া জ্ঞানবান্ হয় তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন, না হয় তাহা হইতে ক্ষান্ত থাকিবেন।

এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কি ফল হইবে, না করিলেই বা কি হইতে পারে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিবে অথবা তাহা হইতে নিরস্ত হইবে।

যিনি জীবগণের তত্ত্বদর্শী, সর্ব্ব কার্য্যের যোগ অবগত এবং মানবের জীবনোপায় সমস্ত জানেন তিনিই পণ্ডিত।

অবস্থানুগত চেষ্টা এবং সময়ানুগত কর্ম্ম করিতে হয়। অতএব অবস্থা ও সময় বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে।

যে অকালজ্ঞ, অত্যন্ত মন্দবুদ্ধি, অত্যন্ত অনভিজ্ঞ বৃথাচারসমারম্ভ সে ইহ ও পরকালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

দেশ কাল ও স্বকীয় বলাবল বিবেচনা করিবে। দেশ কাল ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। অতএব দেশ কালের অপেক্ষা করিবে।

যিনি বিপুল অর্থ, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া অনুদ্ধত অন্তরে বিচরণ করেন, তিনিই পণ্ডিত বলিয়া উক্ত হয়েন।

প্রস্তাবের উপসঙ্গ বাক্য, সদ্ভাব অনুযায়ী প্রিয়তা, আত্মশক্তির অনুরূপ কোপ যিনি অবগত আছেন, তিনি পণ্ডিত।

যিনি সত্বর বুঝিতে পারেন, অথচ অধিক সময় শ্রবণ করেন, ভালরূপ না বুঝিয়া শুনিয়া প্রবৃত্তির আবেগ বশতঃ কোন কার্য্য করেন না এবং যথারীতি জিজ্ঞাসিত না হইয়া পরার্থ বাক্য ব্যয় করেন না, তিনিই পণ্ডিত।

অমৃত বিষযুক্ত হইলে বিষের অপসারণ করিয়া অমৃত গ্রহণ করিবে, বালকের নিকট হইতেও হিতজনক বচন গ্রহণ করিবে, *শত্রুগণ হইতেও সদনুষ্ঠান শিক্ষা করিবে।*

যিনি অপ্রাপ্য বিষয়ে বাঞ্ছা করেন না, নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না এবং আপদ্‌কালে মুহ্যমান হয়েন না, তিনিই পণ্ডিত।

যিনি স্বয়ং জ্ঞানবান্ হইয়াও অন্যকে কোন বিষয়ে

পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সম্মান করেন, তিনি যথার্থ পণ্ডিত।

যে ব্যক্তি তর্কবিতর্কপারদর্শী, জ্ঞান-সম্পন্ন বক্তার নিকট উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেন তাহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না।

অনুপস্থিত বিষয় উপস্থিত বিবেচনা করিয়া তদনুরূপ প্রয়োজন সকল অনুষ্ঠান করিবে। নহিলে সহসা উপস্থিত কার্য্যে বুদ্ধি নষ্ট হইয়া কোন আবশ্যক বিষয় অতিক্রম হইতে পারে।

যিনি সুখ ও দুঃখ উভয় অবস্থাতেই আপনার শুভ বুঝিয়া কার্য্য করেন তিনি শাস্ত্রজ্ঞ।

ক্রোধ, দর্প, মান অপর লোকের বিদ্রোহিতা, অপ্রিয় কার্য্য ও পাপাচরণ বিষয়ে কালবিলম্ব করাই উচিত।

অপ্রিয় অথচ হিতকর, এরূপ বাক্য পরিণামে সুখজনক, এরূপ বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা যেখানে থাকেন সেখানে লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হইয়া বাস করেন।

দুষ্ট লোক বিদ্যাতে ভূষিত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে; মণি-ভূষিত সর্প কি ভয়ঙ্কর নহে?

ফলছায়াসমন্বিত মহৎ বৃক্ষের সেবা করিবে। যদি দৈব বশতঃ তাহার ফল না পাওয়া যায়, তথাপি ছায়া দূর হয় না।

হীন সেবা কর্ত্তব্য নহে, মহৎ লোকের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। বিভীষণ রাম সেবা করিয়া রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।

হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির হিতবাক্য শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। নির্ব্বন্ধ-

পরবশ হওয়া উচিত নহে। নির্ব্বন্ধ দ্বারা দুঃখ উপস্থিত হইতে পারে।

যে ব্যক্তি হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্‌গণের কথা না শুনে তাহার বিপদ্ অতি নিকট ; সে শত্রুর আনন্দ বর্দ্ধক হয়।

যে ব্যক্তি অসাধুগণের সেবা করে ও অর্থশূন্য কার্য্যানুষ্ঠান করে, যে স্বজনের প্রতি দ্বেষ করে ও পরকে সুহৃদ্ বলিয়া আদব করে তাহাকে পৃথিবী ত্যাগ করেন।

যে ব্যক্তি পর দোষ কীর্ত্তন করে, অথচ স্বয়ং সেই পাপে লিপ্ত এবং নিজের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই, অথচ অন্যের উপর রাগান্বিত হয় সে মূঢ়।

সূর্য্যও যদি পশ্চিম দিকে উদিত হয়, মেরু পর্ব্বতও যদি গতিশীল হয়, অগ্নিও যদি শৈত্যগুণ ধারণ করে ; পর্ব্বতের শিখায়ও যদি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় তথাপি সজ্জনের বাক্য নিরর্থক হয় না।

প্রজ্ঞাবৃদ্ধ, ধর্ম্মবৃদ্ধ, বিদ্যাবৃদ্ধ এবং বয়ঃবৃদ্ধ, এমন সুহৃদ্ স্বজনের কার্য্যাকার্য্যে সম্মান পূর্ব্বক যিনি পরামর্শ গ্রহণ করেন তাঁহার বিপদে মুহ্যমান হইতে হয় না।

যে নিশ্চিত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত বিষয়ের চেষ্টা করে, তাহার নিশ্চিত বিষয় নষ্ট হয় এবং অনিশ্চিত বিষয়ও বিনাশিত হয়।

অনাগত বিধাতা অর্থাৎ অনুপস্থিত বিষয়ের পূর্ব্ব হইতে বিধানকারক, এবং প্রত্যুৎপন্নমতি এই দুই জন সুখী হয়। যাহারা কেবল ভবিষ্যতে করিব বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে, তাহারা বিনষ্ট হয়।

সুমন্ত্রণা পূর্ব্বক অগ্রপশ্চাৎ সুবিচার করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিলে কার্য্যসিদ্ধ হয় এবং দৈবও তাহাতে সহায় হয়।

অল্প অল্প বস্তুর সমবায় শক্তি কার্য্যসাধিকা; যেমন কতক গুলি তৃণ একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত করিলে তদ্দ্বারা মত্ত হস্তীকেও বদ্ধ করিয়া রাখা যায়।

পুরাতন অন্ন, সুবিচক্ষণ পুত্র, সুশাসিতা স্ত্রী, সুসেবিত রাজা, উত্তম চিন্তা করিয়া যাহা কহা যায় এবং সুবিচার করিয়া যাহা করা যায় এ সকল বহু কালেও বিকৃত হয় না।

ঋণ, অগ্নি ও ব্যাধি একবারে নিঃশেষ করিবে, উহাদের কিছু অবশিষ্ট রাখিলে তাহা পুনরপি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পণ্ডিত ব্যক্তি স্বল্প আয়াসসাধ্য, প্রচুর ফলপ্রদ কর্ম্মের শীঘ্রই অনুষ্ঠান করিবেন।

যে বৃদ্ধি পরে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বৃদ্ধি কহা যায় না; যে ক্ষতি পরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সেই ক্ষতিকে বহুমান করা কর্ত্তব্য।

দীন জনকে প্রতিপালন কর, ধনশালীকে ধন দান করিও না; রোগাক্রান্তকেই ঔষধ দিবে, সুস্থ ব্যক্তির ঔষধের আবশ্যকতা কি?

যে ব্যক্তির অর্থ কেবল আত্ম সেবায় নিঃশোষিত হয়, সে অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যকতা জানে না; যেমন রক্ষকগণ, অরণ্যে গো রক্ষা করিয়া থাকে।

যে বাঁচিয়া থাকিলে বহু লোকের জীবন থাকে, সেই জীবিত থাকুক। নহিলে কাকও কি চঞ্চুদ্বারা আপন উদর পূরণ করে না?

কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে উহার প্রতি দ্বেষ না করিয়া যথা-

সাধ্য দান করিবে; তাহা হইলে দাতার নিকট কখন যথার্থ দান-পাত্রও উপস্থিত হইতে পারে, যে তাঁহার দান গ্রহণ করিয়া দাতাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে নিস্তার করিবে।

কি স্বর্গাভিলাষী, কি মোক্ষাভিলাষী যিনি যে ফল কামনা করিয়া যাহা দান করেন, জন্মান্তরে সেই পুণ্যফলে যুক্ত হইয়া পূজিতরূপে কাল যাপন করেন।

যে স্থলে দাতা অর্চ্চনা পূর্ব্বক দান করেন, গ্রহীতাও অর্চ্চনা পূর্ব্বক গ্রহণ করেন, সে স্থলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে স্বর্গ গমন করেন, উহার বিপরীতে উভয়েই নরকগামী হয়েন।

মিথ্যা কহিলে যজ্ঞের ফল নষ্ট হইয়া যায়, সত্যতেই ফল থাকে; দান করিয়া লোকের নিকট কহিয়া বেড়াইলে দানের ফল নষ্ট হইয়া যায়।

প্রত্যুপকার বা স্বর্গাদি লাভ লালসায় ক্লেশের সহিত যে দান অনুষ্ঠিত হয় তাহাই রাজসিক।

অনুপযুক্ত দেশ, অনুপযুক্ত কাল, অনুপযুক্ত পাত্র ও সৎকার বর্জ্জন পূর্ব্বক অবজ্ঞাসহ যে দান করা যায় তাহাই তামসিক দান।

কাহারও নিকট যাইয়া তাহার প্রীতির নিমিত্ত যে দান তাহা উত্তম দান। কেহ প্রার্থনা করিলে যে দান দেওয়া হয় তাহাকে মধ্যম দান কহে। এবং অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা সহকারে যে দান, তাহাকে অধম দান কহে।

ঘৃণা বা কৌতুক করিয়া কাহাকেও দান করিবে না। অবজ্ঞা পূর্ব্বক দান করিলে দাতা দূষিত হয়েন।

যে ব্যক্তি অসদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থ দ্বারা দান ধর্ম্ম করে

তাহার সেই পুণ্যাহ কর্ম্ম তাহাকে তাহার পাপজনিত মহৎ বিভীষিকা হইতে রক্ষা করিতে পারে না।

সর্ব্বভূতকে অভয় প্রদান করিবে এবং বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তিকে অনুগ্রহ ও প্রার্থনা মত ধন দান করিবে, ঐরূপ দানই প্রধান দান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

অন্ন অত্যুৎকৃষ্ট পদার্থ ও লক্ষ্মীস্বরূপা; অন্ন দ্বারা আয়ু, তেজ, বল ও বীর্য্য পরিবর্দ্ধিত হয়; পরাশর কহিয়াছেন, যিনি এক-চিত্তে অন্নদান করেন, তাঁহাকে কখন বিপদে পতিত হইতে হয় না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ক্ষমা ও বিনয়।

ক্ষমারূপ শস্ত্র যাহার হস্তে দুর্জ্জন ব্যক্তি তাহার কি করিবে? তৃণশূন্য স্থানে অগ্নি আপনা হইতেই নির্ব্বাপিত হয়।

কোনও ক্ষমাশীল আর্য্য মহাত্মা বলিয়াছেন;—কোনও ব্যক্তি ক্রোধ বশতঃ আমাকে কটূক্তি প্রয়োগ করায় আমি ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করি। কিন্তু, এই বলিয়া মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হইল যে, আমার জন্যই সে আপন চরিত্রের নির্ম্মলতা হইতে স্খলিত হইল।

যিনি সমুৎপন্ন ক্রোধকে প্রজ্ঞাবলে সংযত করিতে পারেন, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ তাহাকেই তেজস্বী বলিয়া জানেন।

তাপিত হইলে তাপ প্রদান করিবে, গুরু কর্ত্তৃক আহত হইলে তাহাকে আঘাত করিবে এইরূপ হইলে সমুদয় জগৎ বিনষ্ট হয় এবং অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়।

যে ব্যক্তি যথাসময়ে ক্ষমাযুক্ত এবং যথাসময়ে সতেজ হয়েন, তিনি ইহপরকালে সুখসম্ভোগ করেন।

শমগুণ দ্বারা কি উদ্ধত স্বভাব, কি নম্র স্বভাব সকলই আয়ত্ত করা যায়; শমতার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব শম গুণই অবলম্বনীয়।

কোন ব্যক্তি অজ্ঞানতা বশতঃ অপরাধী হইলে তাহার অপরাধ ক্ষমা করা উচিত, কারণ সকলে কিছু শ্রেয়স্করী-বুদ্ধিলাভ করিতে পারে না। ক্ষমা দ্বারা সকলই বশ হয়। ক্ষমা দ্বারা কোন্ কার্য্য না সাধিত হইতে পারে? ক্ষমা দুর্ব্বলের বল, এবং শক্তিশালী ব্যক্তির ভূষণস্বরূপ।

ক্ষমাশীল লোকদিগের উভয় লোক বশীভূত হয়, তাহারা ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে পরম গতি প্রাপ্ত হয়।

বিদ্যা লোককে বিনীত করে; লোক বিনীত হইলেই গুণবান্ হয়; গুণবান্ লোক ধন লাভ করে; ধন থাকিলেই ধর্ম্মোপার্জ্জন হয়; ধর্ম্ম দ্বারা সুখ লাভ হয়।

ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবে; উপকার দ্বারা অপকারীকে জয় করিবে এবং সত্য দ্বারা অসত্যকে জয় করিবে।

একদা কোন মহাত্মাকে অপবাদ দেওয়ায় তিনি স্বীয় নিন্দা-কারীকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—যে ব্যক্তি পর-নিন্দা রূপ পাপজনিত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আমার দোষ সংশোধন নিমিত্ত আমার দোষ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য। এমন স্থলে যদি তাহাকে সামান্য ক্ষমাও না করি, তাহা হইলে আমার ন্যায় অকৃতজ্ঞ কে আছে ?

মহাত্মাদিগের এই স্বভাব যে, কর্ত্তব্য জ্ঞান বিমূঢ় না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করেন ; উন্নতির সময় উদ্ধত না হইয়া ক্ষমা অবলম্বন করেন ; ঘরে বসিয়া বাগাড়ম্বর না করিয়া সভাতে বাক্‌পটুতা প্রকাশ করেন এবং দুর্ব্বলের প্রতি বল প্রকাশ না করিয়া যুদ্ধ স্থলেই বিক্রমের পরিচয় দেন ; কোনরূপ কুপথে তাহাদের রুচি যায় না, কেবল যশঃ লাভের নিমিত্তই তাহাদের অভিরুচি হয়। এবং শাস্ত্রজ্ঞান লাভার্থই তাহাদের ব্যসন (মত্ততা) ; কিন্তু অন্য কোনরূপ চিন্তাতে বা কার্য্যে তাঁহাদের মত্ততা প্রকাশ পায় না।

বলবান্ বৃক্ষ আর গুণবান্ ব্যক্তি এ উভয়েই নম্রভাব ধারণ করিয়া থাকেন ; কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠ আর মূর্খ ইহারা ভেদ হইলেও কদাচ নত হয় না। কোকিল দিব্য আম্র ফল পাইয়াও গর্ব্বিত হয় না ; কিন্তু ভেক পঙ্কিল জল পান করিয়া সগর্ব্বে মক্ মক্ করে।

অগাধ জলবিহারী রোহিত কদাচও গর্ব্বিত নহে ; কিন্তু সফরী (পুঁটি মৎস্য) গণ্ডূষ পরিমিত জলে থাকিয়া অহঙ্কারে ফর্ ফর্ করে।

নবম পরিচ্ছেদ

আচার ব্যবহার।

ইহপরকালে আচার হইতে আয়ু, লক্ষ্মী এবং কীর্ত্তি লাভ হয়। দুরাচার, দুশ্চেষ্ট, দুর্ব্বুদ্ধি ও সাহসপ্রিয় * লোকেরা অসাধু বলিয়া বিখ্যাত। সদাচার সাধুদিগের লক্ষণ।

নির্দ্দয় আচার, অকারণ যুদ্ধ, পরধনে অভিলাষ, পরস্ত্রীতে মন, স্বজন ও বন্ধুজনে ক্ষমাহীনতা দুরাত্মাদিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষ যামে নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইবে; পরস্পর বিরুদ্ধ না হয়, এমনই ধর্ম্ম ও অর্থের অনুষ্ঠান জন্য চিন্তা করিবে।

যদ্দ্বারা ধর্ম্ম ও অর্থ লাভ হয় এমন শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিবে; কিন্তু যাহাতে কায়ক্লেশ অধিক এবং তদুপযুক্ত ধর্ম্মার্থ লাভ না হয় তাহা করিবে না। বেদের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের নিরূপণ করিবে।

যিনি দীর্ঘ আয়ু কামনা করেন, তিনি ঐরূপ চিন্তার পর শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া বেগ থাকিলে মলমূত্র পরিত্যাগ করতঃ সুচি হইয়া সূর্য্যোদয়ের পরও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত অনন্যমনে গায়ত্রী

---

* সাহসপ্রিয়—যে ভাল মন্দ না বুঝিয়া সহসা হৃদয়ের উত্তেজনা বশতঃ কার্য্য করে।

জপরূপ প্রাতঃসন্ধ্যার আরাধনা করিবে। এবং সায়ংসন্ধ্যাও যোগ্য সময়ে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্রোদয়ের পর সমাপন করিবে।

মুনিগণ দীর্ঘকাল সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠান করেন বলিয়া দীর্ঘকালব্যাপী পরমায়ু, উৎকৃষ্ট বুদ্ধি, জীবদ্দশায় বিমল যশঃ ও মরণান্তর বেদাধ্যয়ন জন্য বিপুল কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব পরমায়ু প্রভৃতি কামনাশীল ব্যক্তিরা অবশ্য সন্ধ্যার উপাসনা করিবেন।

অশাস্ত্রীয় নৃত্যগীত বাদ্যাদি করিবে না। রাগাদির বশীভূত হইলেও হস্ততল দ্বারা বাহুতে অপরিমিত আস্ফোটন করিবে না। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া শব্দ করিবে না। সমুৎসুক হইয়া গর্দ্দভাদির ন্যায় শব্দ করিবে না।

কোন প্রকার হাস্যজনক বিষয় উপস্থিত হইলে অতিশয় হাস্য করা অথবা একবারে না করা, এ উভয়ই নিন্দনীয়। অপ্রমাদজনিত মৃদু হাস্য সর্ব্বেব সঙ্গত।

যে ব্যক্তি আত্মগোপন করিয়া তাহা বাহিরে অন্য প্রকারে ব্যক্ত করে, সেই আত্মাপহারী চোর না করিতে পারে, সংসারে এমন দুষ্কর্ম্ম নাই।

দুরাত্মাদিগের মন এক প্রকার, বাক্য অন্য প্রকার এবং কার্য্য অন্য প্রকার। কিন্তু মহাত্মাদিগের মনে যাহা বাক্যে, কার্য্যেও তাহাই।

কেশাস্থি প্রভৃতি অস্পৃশ্য স্পর্শ না হয়, এ নিমিত্ত পথ দেখিয়া পাদবিক্ষেপ করিবে। পাছে জল-কীটের জীবন হানি হয় বা জল কীট ভক্ষণ করা হয়, এজন্য বস্ত্রাদি দ্বারা জল ছাঁকিয়া পান

করিবে। কথা কহিতে হইলে সত্য কথা কহিবে। যেরূপ আচরণ করিলে মন পবিত্র হয়, এমন শাস্ত্রীয় আচবণ করিবে।

অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র ও পাদুকা পরিধান করিবে না। আহারাদি বিষয়ে সংযত থাকিবে। পদ দ্বারা পদ জড়াইবে না। অন্য স্নাত জলে স্নান করিবে না।

হস্তদ্বয় মিলিত করিয়া আপনার মস্তক কণ্ডূয়ন করিবে না। উচ্ছিষ্ট মুখে মস্তক স্পর্শ করিবে না। সমর্থ হইলে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে মস্তক মজ্জন ব্যতিরেকে স্নান কবিবে না।

ক্রোধ বশতঃ কাহারও কেশ আকর্ষণ কবিবে না। তৈলাক্ত মস্তকে স্নাত ব্যক্তি অন্য কোন অঙ্গ তৈল দ্বাবা স্পর্শ করিবে না।

ভূমিতে আহারীয় বস্তু স্থাপন করিয়া এবং দাঁড়াইয়া আহার করিবে না; শব্দসহকারেও ভোজন কবিবে না।

অতিথিশালা, মূত্রাদি ত্যাগ, পাদ ধৌত, উচ্ছিষ্ট বস্তু নিক্ষেপ, এ সকল কার্য্য, বাসগৃহ হইতে দূবে করিবে।

শাস্ত্রীয় কথা বা বিষম কথা নিশ্চয কবিযা কহিবে না, অর্থাৎ "এই কথাই ঠিক্" এরূপ কহিবে না। "ইহা হইলে হইতে পারে" এরূপ বলাই বিধেয়।

সূর্য্য যখন উদিত হন বা অস্ত যান, কিম্বা রাহুগ্রস্ত অথবা জলে প্রতিবিম্বিত হয়েন কিম্বা আকাশ মণ্ডলের মধ্যগত থাকেন, তখন তাঁহাকে অবলোকন করিবে না।

গো বন্ধনের রজ্জু উল্লঙ্ঘন করিবে না। মেঘ যখন বারি বর্ষণ করে, তখন ধাবমান হইবে না; এবং জলমধ্যে আপন প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিবে না, ইহা নিশ্চিত কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে।

দিবসের নিদ্রায় ও সূর্য্য উদিত হইলে শয়নে আয়ু নাশ হয়। প্রত্যূষে শয়ন ও রাত্রি কালে অশুচি হইয়া শয়ন উভয়ই নিষিদ্ধ।

কেশ ও দন্ত সংস্কার এবং দেবতা পূজা প্রাতঃকালেই কর্ত্তব্য।

হস্ত, পদ, ওষ্ঠ, জানু সতত সঞ্চালন করিবে না; সর্ব্বদা বহু কথা কহিবে না; অতি গোপনে বাতাদি ও নিষ্ঠীবন (থুথু) পরিত্যাগ করিবে।

কাহাকেও উচ্ছিষ্ট অন্ন প্রদান করিবে না; দিনযামিনীর ভোজন সময়ের মধ্যে ভোজন করিবে না।

অতিশয় ভোজন করিবে না এবং উচ্ছিষ্ট মুখে কোথাও যাইবে না।

পরপত্নীর সহিত নির্জ্জনে শয়ন করিবে না ও বাস করিবে না। স্ত্রীলোকের প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ ও বীরত্ব প্রকাশ করিবে না।

পিতার নিকটে ঔদ্ধত্য, পরিহাস, তর্জ্জন ও বহু বাক্য ব্যবহার করিবে না।

গুরুজনের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করা কর্ত্তব্য নহে, গুরু যদি ক্রুদ্ধ হয়েন, যথোচিত বিনয় দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি পিতা মাতার সমক্ষে দাম্ভিকতা, পরিহাস এবং বহু বাক্য প্রয়োগ করে; যে ব্যক্তি পিতা মাতাকে দেখিয়া অহঙ্কার প্রযুক্ত সসম্ভ্রমে নমস্কার ও গাত্রোত্থান না করে, পিতা মাতার অনুজ্ঞা ব্যতীত তাহাদের আসনে উপবেশন করে, সে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া নরকগামী হয়।

ভোজন করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে স্নান করিবে না। পীড়িত হইলে, রাত্রি দুই প্রহরের সময় এবং বহু বস্ত্রে স্নান করিবে না। কুম্ভীরাদি সমাকুল অপরিজ্ঞাত জলাশয়েও স্নান করিবে না।

শরীরের মল নাশক পিষ্টক, স্নানের অবশিষ্ট জল, বিষ্ঠা, মূত্র, রক্ত, শ্লেষ্মা, নিষ্ঠীবন, বমিত এই সকল দ্রব্য ইচ্ছাধীন মাড়াইবে না।

অধর্ম্মশীল, চোর ও পরস্ত্রী ইহাদিগের সেবা করিবে না।

পরকামিনী অভিসরণ অপেক্ষা লোকের পক্ষে এ জগতে পরমায়ু নাশক ব্যাপার আর কিছুই নাই; অতএব কদাচ ঈদৃশ কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। এবং মনে মনেও এরূপ জঘন্য কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিবে না।

বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র সম্মত, ধর্ম্মের কারণ, অধ্যয়নাদি স্ব স্ব কর্ম্মের অঙ্গ, এই প্রকার সাধুদিগের আচার অলসশূন্য হইয়া একান্ত যত্নে প্রতিপালন করিবে।

সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি বেদোচিত পরমায়ু, পুত্র পৌত্রাদি প্রজা ও অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হয়েন; এবং তাহার শরীরস্থ অশুভ ফলসূচক কুলক্ষণ থাকিলেও অনিষ্ট হয় না।

যেহেতু দুরাচার লোক ইহলোকে নিন্দিত হয়, সর্ব্বদা দুঃখ পায়, অশেষ রোগে আক্রান্ত হয় এবং অল্পায়ু হয়।

যে পুরুষ সদাচারসম্পন্ন, বেদশ্রদ্ধান্বিত এবং পরকীয় দোষ গোপন করে, তিনি সর্ব্বপ্রকার শুভ-লক্ষণহীন হইলেও শতবর্ষ জীবিত থাকেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিবিধ উপদেশ।

হরি জগতের পতি, হরি জগতের গতি,
হরি জগতের যে বিধাতা,
হরিই পরম ধর্ম্ম, হরিই পরম কর্ম্ম,
হরি সর্ব্ব-সুখ-মোক্ষদাতা।

মানব! তুমি কায যাই কর, ভগবান্‌কে ভুলিয়া কোন কায করিও না; তোমার কার্য্য মনে করিয়া কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানও করিও না। ভগবানে ও আপনাতে অভেদ জ্ঞান করিয়া পবিত্র চিত্তে আধ্যাত্মিক ভাবে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করিও। এই জ্ঞান ব্যতীত অন্য জ্ঞান পরাজ্ঞান নহে, অন্য উন্নতি যথার্থ উন্নতি নহে এবং অন্য সুখ চরম সুখ নহে।

যে ধর্ম্ম নষ্ট করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন; আর যিনি ধর্ম্ম রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্ম নষ্ট করিবে না, ধর্ম্ম হত হইয়া যেন আমাদিগকে বিনাশ না করেন।

যাহাতে ধর্ম্ম রক্ষা হয়, এমত যত্ন করিবে; জগতে ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ আর নাই; ধর্ম্মই এক মাত্র সুহৃদ্, যিনি নিধনের পরেও আত্মার অনুগমন করেন। ধর্ম্ম ভিন্ন আর সমুদয়ই শরীরের সহিত লয় প্রাপ্ত হয়।

প্রাণী একাকী জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং একাকীই স্বকৃত পাপ ও পুণ্যের ফল ভোগ করে।

বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ খণ্ড বা মৃৎপিণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, কেবল ধর্ম্মই সেই বিপত্তিকালে মৃত ব্যক্তির আত্মার অনুগমন করেন।

পুত্তিকেরা যেরূপ বল্মীক সঞ্চয় করে, পরলোকের সাহায্যের জন্য সেইরূপ অল্পে অল্পে কাহাকেও পীড়া না দিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে।

যেহেতু পরলোকে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র কেহই সহায় হইবে না, কেবল ধর্ম্মই একমাত্র সহায় হইবেন। অতএব পুত্রাদি হইতে মহোপকারক ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে।

অতএব ধর্ম্মের সাহায্যে লোকেরা দুস্তর নরকাদি হইতে নিস্তার পায়; অতএব ধর্ম্মকে সহায় বোধে প্রতিদিন অল্পে অল্পে তাহার সঞ্চয় করিবে।

নির্জ্জন প্রদেশে একাকী অবস্থান করতঃ সর্ব্বদা হিত (জীব-ব্রহ্মের ঐক্য) চিন্তা করিবে। যেহেতু একাকী ধ্যানপরায়ণ হইলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার দ্বারা মোক্ষ লক্ষণ পরম শ্রেয়ঃ হয়।

যেমন পথিক তরুছায়ার আশ্রয়ে অবস্থান পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করিয়া পুনরপি গমন করে, সংসারে জীবকুলের সমাগম তদ্রূপ।

যৌবন, রূপ, জীবন, দ্রব্য সঞ্চয়, ঐশ্বর্য্য, প্রিয়সম্ভাষা ইত্যাদি সকলই অস্থির, জ্ঞানবান্ লোক তাহাতে মুগ্ধ হয়েন না।

সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপ এবং সত্যই প্রজা সৃষ্টির কারণ।

সত্যতে লোক সকল ধৃত রহিয়াছে। সত্য দ্বারাই লোক স্বর্গে গমন করে।

মিথ্যা অন্ধকার স্বরূপ; ঐ অন্ধকার প্রভাবে লোকের অধঃ-পতন হইয়া থাকে; অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে লোক প্রকাশরূপ সত্য দেখিতে পায় না।

ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন—সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও একটী মাত্র সত্যকে তুলায় ধারণ করিয়াছি; ওজন করিয়া দেখিতেছি সত্যই অধিক হইতেছে।

এই হেতু পৃথিবীতে সাধুগণ জীবন দিয়াও সত্য রক্ষা করেন, ত্রিভুবনে সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম নাই।

সত্য হেতু সূর্য্য উত্তাপ দেন; সত্য হেতু চন্দ্র বর্দ্ধিত হয়েন; সত্য হেতু অমৃত উৎপন্ন হইযাছে; সত্যেতে জগৎ অবস্থিত আছে।

চতুষ্পদ বৃষরূপী ভগবান্ সত্যে অবস্থিত আছেন। স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীকে সত্যই ধারণ করিতেছে।

সত্যপরায়ণ নরগণ এক মাত্র সত্য দ্বারা যে সকল লোকে গমন করেন, অপরে শত শত যজ্ঞ করিয়াও তথায় যাইতে পারে না।

সত্য ও অসত্যে ধর্ম্ম অধর্ম্ম, প্রকাশ অপ্রকাশ, সুখ দুঃখ ঘটে; লোকের বৃত্তি তদনুযায়ী হয়।

যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম, যাহা ধর্ম্ম তাহাই প্রকাশ, যাহা প্রকাশ তাহাই সুখ। আর যাহা অসত্য তাহাই অধর্ম্ম, যাহা অধর্ম্ম তাহাই অন্ধকার এবং যাহা অন্ধকার তাহাই দুঃখ।

মৃত্যু ও অমৃত এই দুইটী দেহ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে ; মনুষ্য মোহ প্রভাবে মৃত্যু, এবং সত্য প্রভাবে অমৃত লাভ করিয়া থাকে।

সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, এবং সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তুও আর নাই; ইহলোকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্থও আর নাই।

রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার যেরূপ জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত হয় না, সেইরূপ মনুষ্য অসত্যরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে তাহার সুখ নষ্ট হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রদীপ্ত, কাল কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। অধর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ নহে।

ধর্ম্ম বলেই লোক বিশুদ্ধচিত্ত ও নিষ্পাপ হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মই বিজয়াবহ, ত্রিলোকের প্রকাশক ও কারণ বলিয়া অভিহিত হয়।

একাকী বিধিমতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে ; ধর্ম্ম সাধনে কোনও রূপ সহায়তার প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মের যে বিধি আছে, তাহা ধরিয়া কর্ম্ম কর, সহায় তোমার কি করিবে ?

ধৃতি, ক্ষমা, দম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অস্তেয়, শৌচ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

মৃত্যু মনুষ্যের কালাকাল প্রতীক্ষা করে না; অতএব মনুষ্যের ধর্ম্মোপার্জ্জনের কোন অবধারিত কাল নাই। মানবগণ যখন মৃত্যুমুখে সর্ব্বদা পতিত হইতেছে, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল সময়েই শোভা পায়।

যাহা শ্রেয়স্কর অদ্যই তাহার অনুষ্ঠান কর, সময়কে বহিয়া

যাইতে দিও না। মনুষ্যের কার্য্য সম্পন্ন হইতে না হইতে মৃত্যু তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

নদীস্রোতঃ যেরূপ বহিয়া যায়, আর ফিরিয়া আইসে না। সেইরূপ দিনযামিনী মনুষ্যের পরমায়ু লইয়া যায়, আর ফিরিয়া আইসে না।

যে নিষ্ঠাবান্ অসন্দিগ্ধচিত্তে ধর্ম্মেরই সেবা করে, সে পরকালে অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়।

মনুষ্য পাপাচরণ করিলে অকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অশুভ ফল ভোগ করে। পুণ্যানুষ্ঠান করিলে সৎকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অত্যন্ত শুভ ফল ভোগ করে।

অতএব পুরুষ দৃঢ়ব্রত হইয়া পাপ করিবে না; পুনঃ পুনঃ পাপ করিলে প্রজ্ঞা নষ্ট হয়।

পাপাত্মাদিগের কলুষিত অন্তরে সর্ব্বদা পাপ কার্য্যেরই উদয় হইয়া থাকে। পাপাত্মারা জ্ঞানপূর্ব্বক পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে ও মহাজনের নিকট গোপন করিতে যায়; পরিশেষে স্বয়ং বিনষ্ট হয়।

পাপাসক্ত ব্যক্তি পাপ করিয়া মনে ভাবে তাহার পাপ কেহই জানিতে পারে না। কিন্তু দেবতারা জানিয়া থাকেন এবং অন্তরে যে পুরুষ বসতি করেন, তিনিও অবগত হয়েন।

"আমি একাকী আছি" এই যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না; পুণ্যপাপদর্শী পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য বিরাজ করিতেছেন।

ধর্ম্মপথ ত্যাগ করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তাহাতে যদি

মহাফল লাভ হয়, তথাপি বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন না। তাহাকে হিত বলা যায় না।

সকল অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মাচরণই করিবে। আপদ্ কালেও যিনি ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন, তিনি ধর্ম্মবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

পাপাসক্ত দীনগণ দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, ক্লেশ হইতে ক্লেশে, ভয় হইতে ভয়ে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে পতিত হয়।

জিতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবান্ শুভকারী ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ উৎসব হইতে উৎসবে, স্বর্গ হইতে স্বর্গে, সুখ হইতে সুখে গমন করেন।

একাকী ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, ধর্ম্মধ্বজী হইবে না। যাহারা ফল উপভোগ করিবার মানসে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহারা ধর্ম্মের বণিক্।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে বাণিজ্য স্বরূপ করিয়া তাহা হইতে ফল সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করে সে ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে হীন ও জঘন্য; সে ধর্ম্ম ফল প্রাপ্ত হয় না।

যাহারা কাম, ক্রোধ, দম্ভ, লোভ ও কপটতাপ্রসক্তিকে বশীভূত করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারাই সাধুসম্মত শিষ্ট লোক।

লোভ হইতে ক্রোধ জন্মে, লোভ হইতে কাম জন্মে, লোভ হইতে মোহ ও বিনাশ হয় এবং লোভই পাপের কারণ।

লোভে বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটে, লোভে তৃষ্ণা জন্মায়, তৃষ্ণাপীড়িত ব্যক্তি ইহপরলোকে দুঃখ পায়।

মদ্যপায়ী, অকৃতাবধান, বাতুল, ভ্রমযুক্ত, রুষ্ট, ক্ষুধাতুর, লোভী, ভীরু, ব্যস্ত ও কামাতুর ইহারা ধর্ম্মজ্ঞান লাভে অসমর্থ।

ধর্ম্মই এক মাত্র শ্রেয়ঃ; ক্ষমাই এক মাত্র শান্তি; বিদ্যাই এক তৃপ্তি, এবং অহিংসাই এক মাত্র সুখের নিদান।

মিথ্যা বাক্য পরিহার করিবে। অযাচিত হইয়াও অন্যের হিত-কার্য্য সাধন করিবে। কাম, ক্রোধ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না।

যিনি বিপদ্‌কালে ব্যথিত হয়েন না; যিনি কার্য্যদক্ষ, সদা উদ্‌যোগী, প্রমাদরহিত ও বিনীতস্বভাব, তিনি সর্ব্বদা কুশল দর্শন করেন।

প্রিয় ঘটনাতে অতি মাত্র হৃষ্ট হইবে না, অপ্রিয় ঘটনাতেও একান্ত ম্রিয়মাণ হইবে না, অর্থকষ্টে মুহ্যমান হইবে না, এবং ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না।

চিত্ত ও বাক্যের দোষ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবে; সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইবে; যাহার শত্রু নাই তাহার ভয়ের কারণ কি?

যাহাতে আপনার কল্যাণ জানিবে, তাহাতেই নিযুক্ত থাকিবে; পাপীর প্রতিও পাপাচরণ করিবে না; সর্ব্বদা সাধুই থাকিবে।

মন বাক্য ও চেষ্টাতে কাহারও অনিষ্ট না করা, সদ্‌ব্যবহার ও দান সাধুদিগের এই সনাতন ধর্ম্ম।

ধীর ব্যক্তি সত্য, মৃদু, প্রিয় ও হিতকর বাক্য কহিবেন, আত্ম-শ্লাঘা ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবেন।

বাক্য মন ও ইঙ্গিত দ্বারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোন ব্যক্তির নিন্দা করিবে না।

সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি দয়া, মৈত্রী, দান ও মধুর বাক্য এই চতুষ্টয়ের তুল্য সম্বল ত্রিভুবনের মধ্যে আর নাই।

কাহারও হিংসা করিবে না, সকলের সহিত মিত্রতা করিবে। এই জীবন ধারণ করিয়া কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না।

পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবে; অভিমান করিবে না। কেহ তোমার ক্রোধ উদ্দীনের চেষ্টা করিলে তাহার প্রতি প্রিয় বাক্য কহিবে; কেহ তোমার প্রতি আক্রোশ করিলে তাহার প্রতি হিতবাক্য প্রয়োগ কবিবে।

আক্রোশ, অবমাননা, মিত্রদ্রোহ, নীচসেবা, অভিমান ও অনাচার করিবে না, পীড়াকর রুক্ষ বাক্য বর্জ্জন করিবে।

মন্দচরিত্র, অপ্রাজ্ঞ, অসূয়াপরতন্ত্র, অধার্ম্মিক, দুষ্টভাষী ও কোপনস্বভাব ব্যক্তির শীঘ্র অনিষ্ট উপস্থিত হয়।

যত্ন সহকারে চরিত্র রক্ষা করিবে। ধনের আগম ও নির্গম নিরন্তর হইয়া থাকে; ধন বিষয়ক ক্ষীণতায় ক্ষীণ বলা যায় না, যে ব্যক্তি চরিত্র বিষয়ে হত হয় সে বাস্তবিক হত হয়।

কদাচ পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না, দান করিবে ও সত্য কথা কহিবে; সাধুগণ এই ত্রিবিধ ব্যবহারকে সৎপথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শিষ্টাচারসম্পন্ন মহাত্মারা সর্ব্বত্র দয়াবান্ ও সন্তুষ্ট হইয়া উত্তম সর্গমার্গে বিচরণ করেন।

যিনি ইন্দ্রিয়সংযম করিয়াছেন, তিনি আর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন না। দান্ত ব্যক্তি পরস্ত্রী দর্শনে কদাচ ব্যথিত হয়েন না।

যিনি সংবিভাগ কর্ত্তা, দাতা, অহিংস্রক এবং সুখ ও ভোগ-সম্পন্ন তিনি পরম আরোগ্য লাভ করেন।

অভিমান পরিত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে শোক করিতে হয় না, কামনা ত্যাগ করিলে অর্থবান্ হয় এবং লোভ ত্যাগ করিলে সুখী হয়।

সাধু ব্যক্তিদিগকে যতদূর বিশ্বাস করা যায় আপনার প্রতিও ততদূর বিশ্বাস করা যায় না। সাধুগণ সর্ব্বভূতের সুহৃদ্, এই নিমিত্ত সকলেই সাধু ব্যক্তির উপরে বিশ্বাস ও প্রণয় স্থাপন করিতে অভিলাষী হয়।

ক্রোধ হইতে তপস্যাকে, মৎসরতা হইতে আত্মশ্রীকে, মানাপমান হইতে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবে।

প্রাজ্ঞগণ কখন ক্রুদ্ধ, বিষযাসক্ত, অবসন্ন বা অতি হৃষ্ট হয়েন না; তাহারা স্বভাবতঃ হিমাচলের ন্যায় অচল হইয়া থাকেন।

বহুল অর্থসিদ্ধি যাহাদের হৃষ্ট করিতে পারে না, যিনি ব্যসন কালেও মুগ্ধ হয়েন না, যিনি অপরাজিত চিত্তে সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন, তাঁহাকেই মনুষ্যকুলে ধুরন্ধর বলা যায়।

সত্যই যাঁহার ব্রত, সর্ব্বদা দীনে যাঁহার দয়া এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

যিনি পরদার বিরত, পরবস্তুতে নিস্পৃহ, দম্ভ-মাৎসর্য্যহীন হয়েন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

লোকযাত্রা নির্ব্বাহকালে যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি পূর্ব্বক কর্ম্ম করেন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

যিনি স্তবকারী ও নিন্দাকারী উভয়কেই তুল্যরূপে দর্শন করেন, সেই শান্ত ও জিতাত্মা মানব স্বর্গগামী হয়েন।

জীবনের প্রথম ভাগেই সেই কর্ম্ম করিবে, যদ্দ্বারা বৃদ্ধকালে সুখে থাকিতে পারে। যাবজ্জীবন সেই কর্ম্ম করিবে, যদ্দ্বারা পর-লোকে সুখী হইতে পারে।

অর্থ বিষয়ে সিদ্ধি ইচ্ছা করিয়া ধর্ম্মাচরণই করিবে; ধর্ম্ম ব্যতিরেকে অর্থ লাভ হয় না, যেমন স্বর্গ ব্যতীত অমৃত প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া ভদ্রসমাজে আপনাকে অন্য প্রকার কহে, সে সর্ব্বাপেক্ষা পাপী এবং আত্মপহারী চোর।

বাক্য দ্বারাই সকল পদার্থ নিয়ন্ত্রিত হয়; যে মিথ্যা দ্বারা সেই বাক্য চুরি করে, সে সকল পদার্থ চুরি করে।

শত্রুর যে গুণ তাহা বলিবে, গুরু লোকেরও যে দোষ তাহা বলিবে। সর্ব্ব প্রযত্নে পুত্র ও শিষ্যকে হিতোপদেশ প্রদান করিবে।

আপনার নম্রতা প্রকাশ করিবার জন্য সতত অধোদৃষ্টি, বিমর্ষ ভাবাপন্ন, নিষ্ঠুরাচারী, পরের প্রয়োজন খণ্ডন করিয়া স্বার্থ সাধনে তৎপর শঠ, মিথ্যা বিনীত, ইহাদিগকে বক্ ব্রতধারী বলা যায়।

পর ধনে লোলুপ, ধর্ম্মধ্বজী (বহুজনসমাজে ধর্ম্মের আচরণ করিয়া সর্ব্বদা আপনার ধার্ম্মিকতা প্রচার করে) ছদ্মবেশধারী, লোকবঞ্চক অর্থাৎ গচ্ছিত ধনাদির অস্বীকার কর্ত্তা, পরহিংসা-পরায়ণ সর্ব্বাভিসন্ধক (পরের গুণ সহ্য করিতে না পারিয়া যে সকলকে তুচ্ছ করে) ইহাদিগকে বিড়াল ব্রতিক কহা যায়।

প্রিয়বাদী সকলের প্রিয় হয়; বিমৃষ্যকারী ব্যক্তি অধিকতর জয় লাভ করে, বহু মিত্রশালী ব্যক্তি সতত সুখে বাস করে, ধর্ম্ম-রত ব্যক্তি উত্তম গতি লাভ করেন।

যাঁহারা হিংসাবিরহিত, সত্যবাদী, অনৃশংস, সরল, অদ্রোহী, অনভিমানী, হ্রীমান, তিতিক্ষু, ধীমান, ধৃতিমান, সর্ব্বভূতে দয়াবান্ ও কামদ্বেষবর্জ্জিত তাঁহারাই সাধু; লোকসাক্ষী সুনিশ্চিত-ধর্ম্মী শিষ্টাচারসম্পন্ন সেই সকল মহাত্মা সর্ব্বত্র দয়াবান্ ও সন্তুষ্ট-মনা হইয়া উত্তম ধর্ম্ম লাভ করেন।

ধর্ম্মসাক্ষী ভগবান্ যাহার কার্য্যে তুষ্ট, সেই ধর্ম্মাচারী ব্যক্তিরই জন্ম সার্থক।

পরকে হিতোপদেশ দিতে সকলের পাণ্ডিত্য হয়, কিন্তু স্বকীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান অল্প মহাত্মারই হইয়া থাকে।

অতিশয় লোভ করা উচিত নহে, লব্ধ বস্তুও ত্যাগ করিবে না। অতি লোভে অভিভূত হইলে তাহার মস্তকে চক্র ঘুরিয়া থাকে।

যে গৃহে বিনা কারণে সর্ব্বদা কলহ হইয়া থাকে, বাঁচিবার বাসনা থাকিলে সে গৃহ দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।

গোবৎস যেমন সহস্র সহস্র ধেনুর মধ্যে মাতাকে চিনিয়া লইতে পারে, সেইরূপ পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্ম (পর জন্মেও) কর্ত্তার অনুষঙ্গী হয়।

কলহে গৃহ নষ্ট হয়; কুবাক্যে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়; কু রাজার রাজ্য নষ্ট হয়, এবং কু কর্ম্মে লোকের যশঃ নষ্ট হয়।

তৃষ্ণা ধনবান্‌কেও কু কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও দুর্গম স্থানে ভ্রমণ করাইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি নির্দ্দয় হইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত মিত্রকে পরিত্যাগ করিয়া যায় সেই কৃতঘ্ন মিত্র, সেই পাপে নিশ্চয়ই নরকে গমন করে।

একাকী মিষ্ট দ্রব্য খাইবে না; সকলে নিদ্রিত হইলে একাকী জাগিয়া থাকিবে না; এবং একাকী কোনও বিষয় চিন্তা করিবে না।

শারদীয় মেঘগর্জ্জনবৎ বৃথা গর্জ্জন করা শ্রেয়ঃ নহে। উত্তম লোক পরের অর্থ বা অনর্থ প্রকাশ করেন না।

মিত্র ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির কদাচ অনিষ্টাচরণ করিবে না; এবং যাহার অন্ন ভোজন ও গৃহে অবস্থিতি করা যায় তাহারও অনিষ্ট করিবে না।

যেমন সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইয়াও পদ্মিনীকে বিকশিত করে, সেইরূপ মহৎ ব্যক্তি বিপন্ন হইলেও আপন অঙ্গীকৃত কার্য্য সম্পাদন করেন।

যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিতবাক্য গ্রহণ না করে, সে দীর্ঘসূত্রী হইয়া মনুষ্যত্ব হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পশ্চাৎ সন্তাপে পতিত হয়।

মূঢ়দিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয় এবং প্রতি সাধু সংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

এই পৃথিবীতে তিনিই ধন্য, তাহার হৃদয়ই অলঙ্কৃত যাহার হৃদয়ে মহারত্ন কৃতজ্ঞতা সতত বিরাজিত।

দেখিতে সুন্দর হইলেও গন্ধহীন কিংশুক পুষ্পের যেমন আদর নাই, সেইরূপ রূপযৌবনশালী উচ্চ কুলসম্ভূত পুরুষ যদি বিদ্যাহীন হয় তবে তাহাকে কেহই আদর করে না।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি শাস্ত্রালোচনায়ই সময় অতিবাহিত করেন, মূর্খের সময় ব্যসনে, নিদ্রায়, কলহে চলিয়া যায়। (কামজ ও কোপজ দোষ সমূহকে ব্যসন বলা যায়।)

নিজের নিকট নিজের প্রাণ যেমন প্রিয়তম তদ্রূপ প্রত্যেক প্রাণীরই তাহাদের নিজ নিজ প্রাণ প্রিয়তম। সাধুগণ এইরূপে নিজের মনের ভাবের সহিত তুলনা করিয়া অন্যান্য জীব সাধরণের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রজ্ঞান লোকের সমস্ত সংশয় তিরোহিত করে এবং পরোক্ষে অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর বিষয় সমূহ ও জ্ঞান চক্ষুর দর্শন-যোগ্য করিয়া দেয়; অতএব সকলের চক্ষু স্বরূপ এইরূপ শাস্ত্র জ্ঞান যাহার না আছে সে বাস্তবিক অন্ধ।

যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব এবং অবিবেকতা, ইহাদের একটিই লোকের অনর্থ ঘটাইতে সমর্থ, অতএব এই চারিটি যাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান তাহাদের যে পদে পদেই বিপদাশঙ্কা আছে, তদ্বিষয়ে আর কথা কি?

সেইরূপ পুত্র জন্মিয়া কি ফল, যে পুত্র বিদ্বান্‌ও নয় বা ধার্ম্মিকও নয়; দৃষ্টিশক্তিহীন চক্ষুঃ যেমন নিষ্প্রয়োজন অধার্ম্মিক, মূর্খ পুত্র তদ্রূপ।

মূঢ় সমাগম কেবল মোহের আকর; নিত্য সাধু সমাগম কেবল ধর্ম্মের উৎপাদক।

মন্দ-কুলজাত হউন, বা সৎ কুলজাত হউন, যিনি মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, যিনি ধর্ম্মাপেক্ষী, মৃদু, লজ্জাশীল, তিনি শত কুলীন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

যাহার কোপে ভীত হইতে হয়, অথবা শঙ্কিত চিত্তে যাহার সহিত ব্যবহার করিতে হয়, সে মিত্র নহে।

যে মিত্র পিতার ন্যায় বিশ্বাসী, সেই যথার্থ মিত্র, তদ্ভিন্ন অন্যের সহিত মিত্রতা সম্বন্ধ হয় মাত্র।

বিপদ্ কালে বৃদ্ধের উপদেশ অনুসারে চলিবে। (কারণ বৃদ্ধগণ অনেক বিপদ্ অতিক্রম করিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।)

নীচাশয় লোকেরা কাহারও সহিত প্রণয় ভঙ্গ হইলে তাহার দোষ ঘোষণা করে এবং বিনাশের চেষ্টা করে। অনবধানতা বশতঃ উহাদের কিছুমাত্র অপকার করিলে উহারা আর শান্তি অবলম্বন করে না। বিদ্বান্ ব্যক্তি জ্ঞান সহকারে বিলক্ষণ পর্য্যালোচনা করিয়া তাদৃশ নীচাশয় নৃশংস ও অকৃতজ্ঞ লোকদিগের সংসর্গ হইতে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন।

প্রজ্ঞাশীল, বৃদ্ধ, সুশীল ও শমপরায়ণ সাধুগণের সহিত সহবাস করিবে। যাহাদের কুলধর্ম্ম ও বিদ্যা এই তিনই পরিশুদ্ধ তাহাদের সেবা করিবে। তাহাদের সেবা দ্বারা শাস্ত্র অধ্যয়ন অপেক্ষাও অধিকতর ফল হয়।

যেমন বস্ত্র, জল, তিল ও ভূমি কুসুম সংসর্গে সুরভিত হইয়া উঠে, সেইরূপ সংসর্গের গুণানুসারে লোক গুণান্বিত হয়।

আত্ম অপেক্ষা নীচ লোককে দেখিলে কাহার না নিজকে অধিক জ্ঞান হয়? আর নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ লোককে দেখিলে সকলেই দরিদ্র হয়।

যদি মণি পদে থাকে, কাচ মস্তকে ধৃত হয়, তথাপি মণি যে সে মণিই, কাচ যে সে কাচই।

জীবন-সুহৃদ্।

যিনি হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত, প্রভুভক্ত ভৃত্যের প্রতি কদাচ কোপ প্রকাশ না করেন ভৃত্যগণ তাঁদৃশ স্বামীকে বিশ্বাস করিয়া থাকে এবং আপদ্ কালেও সেই ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করে না।

তোমার শ্রেষ্ঠত্বের নিমিত্ত নত হয়, তোমার জীবনের জন্য প্রাণ দান করে, তোমাব সুখের নিমিত্ত দুঃখী হয়, সেবক ভিন্ন আর এমন কে আছে।

যে ভর্ত্তার অভিপ্রায় জানিয়া কার্য্য করে এবং হিতবক্তা, অনুরক্ত, আর্য্য ও শক্তিজ্ঞ হয় তাহাকে আত্মার ন্যায় দয়া করা কর্ত্তব্য।

মেধাবী ব্যক্তি দুষ্টবুদ্ধি ও কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে তৃণাচ্ছাদিতমুখ কূপের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।

অগোচরে কার্য্য নাশ ও সম্মুখে প্রিয়বাদী এমন মিত্রকে পযোমুখ বিষকুম্ভবৎ পবিত্যাগ করিবে।

যাহারা ভেদকাবী, কামাসক্ত, লজ্জাহীন ও শঠ, তাহারা পাপাত্মা; তাহাদের সহবাস করা কর্ত্তব্য নহে।

ধন, জন ও যৌবনের গর্ব্ব করিও না। কাল নিমেষ মধ্যে সমুদয় হরণ করে।

পদ্মপত্রস্থ জল যেমন অত্যন্ত চঞ্চল, জীবনও তদ্রূপ অতিশয় চঞ্চল। সাধু-সহবাস ভবসমুদ্র পার হইবার নৌকাস্বরূপ।

সমাপ্ত।

জীবন-সুহৃদ্।

যিনি হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত, প্রভুভক্ত ভৃত্যের প্রতি কদাচ কোপ প্রকাশ না করেন ভৃত্যগণ তাঁদৃশ স্বামীকে বিশ্বাস করিয়া থাকে এবং আপদ্ কালেও সেই ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করে না।

তোমার শ্রেষ্ঠত্বের নিমিত্ত নত হয়, তোমার জীবনের জন্য প্রাণ দান করে, তোমার সুখের নিমিত্ত দুঃখী হয়, সেবক ভিন্ন আর এমন কে আছে।

যে ভর্ত্তার অভিপ্রায় জানিয়া কার্য্য করে এবং হিতবক্তা, অনুরক্ত, আর্য্য ও শক্তিজ্ঞ হয় তাহাকে আত্মার ন্যায় দয়া করা কর্ত্তব্য।

মেধাবী ব্যক্তি দুষ্টবুদ্ধি ও কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে তৃণাচ্ছাদিতমুখ কূপের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।

অগোচরে কার্য্য নাশ ও সম্মুখে প্রিয়বাদী এমন মিত্রকে পয়োমুখ বিষকুম্ভবৎ পরিত্যাগ করিবে।

যাহারা ভেদকারী, কামাসক্ত, লজ্জাহীন ও শঠ, তাহারা পাপাত্মা; তাহাদের সহবাস করা কর্ত্তব্য নহে।

ধন, জন ও যৌবনের গর্ব্ব করিও না। কাল নিমেষ মধ্যে সমুদয় হরণ করে।

পদ্মপত্রস্থ জল যেমন অত্যন্ত চঞ্চল, জীবনও তদ্রূপ অতিশয় চঞ্চল। সাধু-সহবাস ভবসমুদ্র পার হইবার নৌকাস্বরূপ।

সমাপ্ত।